CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-203 ■ 24 April, 2026 ■ আগরতলা ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সর্বকালের রেকর্ড ঃ বঙ্গে ৯১.৭৮ শতাংশ তামিলনাড়ুতে ৮৪.৬৯ শতাংশ ভোট পড়ল

কলকাতা/চেন্নাই, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুদুই রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার নজিরবিহীন ভোটদানের ছবি সামনে এসেছে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়েছে ৮৯.৯৩ শতাংশ, আর তামিলনাড়ুতে তা ৮২.২৪ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০২১ সালের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, এদিন দুই রাজ্যেই রেকর্ড ভোটদানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোট পড়েছিল প্রায় ৮২ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে প্রায় ৭৪ শতাংশ।

দিনভরই দুই রাজ্যে ভোটগ্রহণ ছিল জোরকদমে। বিকেল ৩টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়েছিল ৭৮.৭৭ শতাংশ, আর তামিলনাড়ুতে ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে সকাল ৭টা থেকে ১৬টি জেলার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমএই জেলাগুলিতে দীর্ঘ লাইন ও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল।

অন্যদিকে তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনেই এক দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ৫.৭৩ কোটির বেশি ভোটার ৪,০২৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। এবারের নির্বাচনে ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোট, এআইএডিএমকে-জোট, নাম তামিলার কাচ্চি (এনটিকে) এবং তামিলাগা ভেত্তি কাজগম (টিভিকে)-এর মধ্যে চতুর্মুখী লড়াই চলছে।

সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের উচ্চ অংশগ্রহণেরই ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্বাচনের আগে বিতর্ক তৈরি করা বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচি ভোটগ্রহণে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি বলেই মনে করা হচ্ছে। বরং তা ভোটের হার আরও বাড়াতে সাহায্য করেছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের। আগামী ৪ মে ভোটগণনা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নারী-যুবরাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় উচ্চ ভোটদানের হার প্রমাণ করে যে বিজেপি নয়, বরং রাজ্যের নারী ও যুবসমাজই শাসক তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়াই শুরু করেছেএমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে যেভাবে ভোট পড়ছে, তা প্রমাণ করে ৪ মে শুধু ফল ঘোষণার দিন নয়, পরিবর্তনের দিনও হতে চলেছে। বিশেষ করে মহিলা ও প্রথমবারের ভোটারদের উৎসাহ দেখিয়ে দিয়েছে যে তারাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনের সারিতে রয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল আটকে দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার পর রাজ্যের মহিলারা দলের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পেরেছেন। তাঁর কথায়, "তৃণমূল ও অন্যান্য বিরোধী দলের নারী-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই নির্বাচনে মহিলারা তৃণমূলকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।"তিনি আরও বলেন, "বাংলা মা কালী ও মা দুর্গার ভূমি। কিন্তু তৃণমূল শাসনে রাজ্যের মহিলারা নিরাপদ নন। অন্যায় সহ্য করবেন না, আপনার ভোটই সবকিছু বদলে দিতে পারে।" একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, প্রথম দফার ভোটে মানুষের যে উৎসাহ দেখা গেছে, তা রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। "৪ মে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের মেয়াদ শেষ হবে," বলেন তিনি।

এছাড়াও অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করতে অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছেপ্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে। ভোটগণনা হবে আগামী ৪ মে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। বিরোধীদের কারণে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিলের সংশোধনী পাস করা যায়নি। এই সংশোধনী বিল ভারতে নারী শক্তির জন্য এক মহাযজ্ঞ। এটা শুধু রাজনীতির ভবিষ্যত নয়, দেশের ভাগ্যকেও বদলে দেবে। কিন্তু ইন্ডি জোট বা বিরোধীরা আবারও মহিলাদের অপমান করলেন এবং সমগ্র জাতিকে বঞ্চিত করেছেন। কারণ তারা নিজেদের রাজনৈতিক জমি রক্ষা করার জন্য মরিয়া। তারা শুধু আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন।

আজ আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সাংবাদিক সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল - নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম, যেটা নারী শক্তি বা মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩ - আমার মনে হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা বৈপ্লবিক অধ্যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলারা যাতে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ পায় সেটা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক আইন। এটা মহিলাদের অধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতে নারীদের নেতৃত্বে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সংসদ ভবনে বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে বিলটি পাস হয়। আর সেই আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে বিজয় মিছিল ঘিরে হোটেল ভাঙচুর, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনে জয়ের পর বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ানবাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিজয় মিছিল থেকে সড়কের ধারে অবস্থিত এক হোটেলে ভাঙচুর চালানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেওয়ানবাজার এলাকায় আয়োজিত ওই মিছিল থেকে হঠাৎই কিছু দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মী জয়ন্ত দেববর্মার হোটেলে হামলা চালায়। অভিযোগ, হামলাকারীরা দোকানে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি মালিককে রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বিজেপি করার কারণ জানতে চায়।

অভিযোগ আরও, হোটেলে তাণ্ডব চালানোর পর দুষ্কৃতীরা জয়ন্ত দেববর্মার বাড়িতেও হামলা চালায়। এলাকায় থাকতে হলে নির্দিষ্ট দলে যোগদান করার হুমকিও দেওয়া হয় বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী। অন্যথায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের দাবি, ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কার্যকর ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি।

ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি সমর্থক ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে বলে জানা গেছে। এদিকে, ঘটনার তদন্ত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী-সহায়িকাদের নিয়মিতকরণ

রাজ্য সরকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের চাকরিতে নিয়মিতকরণ না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। এ বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে আদালত।

মামলার শুনানিতে আদালত জানতে চেয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের কেন স্থায়ী পদে নিয়োগ বা নিয়মিতকরণ করা হবে না। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্য সরকারকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মামলার পক্ষের আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানান, বহু বছর ধরে কাজ করলেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা এখনও নিয়মিত চাকরির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেই কারণেই ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে তাঁরা ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন।

আবেদনকারীদের দাবি, সরকার যতদিন পর্যন্ত নিয়মিতকরণ না করছে, ততদিন সমকাজে সমবেতন নীতি কার্যকর করতে হবে। তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতেই এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আইনজীবী আরও জানান, এর আগেও উচ্চ আদালত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি প্রদানের পক্ষে রায় দেয়। পরে রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করলেও সেখানেও কর্মী-সহায়িকাদের পক্ষেই রায় বহাল থাকে।

তা সত্ত্বেও এখনও তাঁদের দাবি পূরণ হয়নি। এছাড়াও অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকে রাজ্যের অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন না। ২০১৭ সালের আগে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করা হলেও পরবর্তী সময়ে তারা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রথম দফায়

বঙ্গে ভোট স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে হয়েছে ঃ মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।।পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনে কর্মচারী ও মহিলারা বিজেপিকে ভোট দেবেন এবং মানুষ বাংলাকে বাঁচাতে বিজেপিকেই ভোট দেবেন। আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ধাপের নির্বাচন চলাকালিন , ত্রিপুরার বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন।

তিনি বলেন, এই বার স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে বদল ঘটবে। মন্ত্রী বলেন আমি অনেকদিন ধরে রাজনীতিতে আছি এবং জনসাধারণের স্পন্দন বুঝতে পারি যে কীভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। এই বার এক স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি শ্যামপুকুর ও জোড়াসাঁকোর দায়িত্বে আছি। শ্যামপুকুরে তিনটি মন্ডলের অধীনে ২২১টি বুথ রয়েছে। এখানে আমাদের প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী জনপ্রিয়, তরুণী ও উদ্যমী। এই আসনে আমরা ভালো ভোটের ব্যবধানে জিতব। নির্বাচন স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় সব ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিল, কিন্তু সিপিআইএম ও তৃণমূলের কুশাসনে এখন সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। তারা সব লুট করেছে,।

মন্ত্রী জানান, বিজেপি প্রার্থীরা ভালো ব্যবধানে জিতবেন। আগে কলকাতায় আমাদের কোনো আসন ছিল না, কিন্তু এই বার বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে। এতে কোনও সন্দেহ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাজ শেষ হওয়ার ১৩ দিনের মধ্যেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সিলিং ভেঙ্গে পড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ এপ্রিল ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত উত্তর বিলোনিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কেন্দ্রটির মেরামতের কাজ শেষ হওয়ার মাত্র ১৩ দিনের মাথায় সিলিং ভেঙে পড়ে যায় মেঝেতে। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় কচিকাঁচা পড়ুয়া শিশুরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গড়িয়া পূজার ছুটির কারণে কেন্দ্রটি বন্ধ ছিল। সেই সময়ই হঠাৎ করে সিলিং ভেঙে পড়ে। ঘটনাচক্রে ওই দিন কেন্দ্রে কোনও শিশু বা কর্মী উপস্থিত না থাকায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রটি খোলা থাকলে এতগুলো ছোট ছোট শিশুর প্রাণের দায় কে নিত?

অভিযোগ, মাত্র এক মাস আগে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রটির মেরামতের কাজ শুরু হয় এবং সম্প্রতি তা সম্পন্ন হয়। কাজের দায়িত্বে ছিলেন ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিনয় বনিক। এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং গাফিলতির কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য শ্রীকান্ত সেন ও আশিষ পাঠারি সাংবাদিকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন এবং ঘটনাটি আড়াল করার চেষ্টা করেন। এমনকি সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

রক্ষা পেল কচিকাঁচারা

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এর আগেও একই এলাকায় বিভিন্ন নির্মাণ কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছিল। তবুও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বারবার একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

একই নম্বরের দুই স্কুটি চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।।একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দুটি স্কুটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বিলোনিয়ায়। স্কুটি বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন হল চৌমুহনী এলাকার একটি সার্ভিসিং সেন্টারের মালিক। ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, বিলোনিয়ার বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সামনে সন্দেহজনক একটি স্কুটি নিয়ে উপস্থিত হন ওই সার্ভিসিং সেন্টারের মালিক। স্কুটি বিক্রির সময় নথিপত্র যাচাই করতে গিয়েই সামনে আসে চমকপ্রদ তথ্য স্কুটির নম্বরটি অন্য একটি স্কুটির সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয় এবং দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জাল নম্বর ব্যবহার করার অভিযোগ সামনে আসায় স্কুটিটি আটক করা হয়। পাশাপাশি সার্ভিসিং সেন্টারের মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৩ দিন রাজ্যে তীব্র দাবদাহের সতর্কবার্তা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। তীব্র রোদ ও উচ্চ আর্দ্রতার প্রভাবে আগামী তিন দিন ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে মৌসম বিভাগ। পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজ্যের কয়েকটি স্থানে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হতে পারে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬.৬ ডিগ্রি

সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩.৩ ডিগ্রি বেশি। চলতি এপ্রিল মাসে এটিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। একই সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকায় গরমের অস্বস্তি আরও বাড়ছে।

এদিকে, আইএমডি প্রধান ড. পার্থ রায় জানান, তাপমাত্রা আরও বাড়বে।সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

তাছাড়া, দফতর থেকে আর্দ্র আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য সতর্কতামূলক পরামর্শ জারি করেছে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 24-04-2026, 00:20

জাগরণ আগরতলা, ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১০ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বদলাইয়া যাইবে পরমাণু শক্তিখাত

ভারত প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়ামের বড় একটা অংশ কাজাখস্তান, কানাডা এবং রাশিয়ার মতো দেশ থেকে আমদানি করে।এই বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম দেশে উত্তোলিত হইলে বিদেশের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমিবে।দেশীয় জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হইবে।ভারত ২০৭০ সালের মধ্যে "নেট জিরো" নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়াছে।কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুতের ওপর জোর দিতে এই ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার জ্বালানি হিসাবে কাজ করিবে।এটি কার্বন নিঃসরণ কমাইয়ায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে সাহায্য করিবে।ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি থ্রি-স্টেজ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোগ্রাম এর জন্য ইউরেনিয়াম অত্যন্ত জরুরি।এই মজুদের ফলে বিজ্ঞানীরা আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের পারমাণবিক চুল্লি যেমন: ব্রিডার রিঅ্যাক্টর নিয়া কাজ করিতে পারিবেন।অনেকে মনে করেন এই আবিষ্কারের ফলে ভারত এখনই সব সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিবে। তবে মনে রাখিতে হইবে, আকরিক থেকে ব্যবহারযোগ্য ইউরেনিয়াম আহরণ করা একটি দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। তুম্মালাপল্লির আকরিক কিছুটা নিম্নমানের যাহা পরিশোধন করিতে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন।

ভারতের পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্যের খবর সামনে আসিল। কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছে , গত ৫ বছরে দেশের চারটি রাজ্যে আনুমানিক ৯৩ হাজার টনেরও বেশি ইউরেনিয়ামের হদিশ মিলিয়াছে। যাহার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডে সবথেকে বৃহৎ ভাণ্ডার রহিয়াছে। আর ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পারমাণবিক শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য এই আবিষ্কার যে বিরাট মাইলফলক হইতে চলিয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।রাজ্যসভায় লিখিত প্রশ্নের জবাবে পরমাণু শক্তি মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানাইয়াছেন , ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অ্যাটমিক মিনারেলস ডিরেক্টরেট মোট ৯৩,৭০০ টন ইউরেনিয়াম অক্সাইডের হদিশ পাইয়াছে। যাহার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে সবথেকে বেশি ৬০,৬৫৯ টন এবং ঝাড়খণ্ডে ২৭,১৫৩ টন ইউরেনিয়াম আছে। এদিকে রাজস্থান ও কর্ণাটক রাজ্য মিলিয়েও ইউরেনিয়ামের খোঁজ মিলিয়াছে। মন্ত্রী আরও জানাইয়াছেন, ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলায় জাদুগোড়া উত্তর-বাগলাসই-মেচুয়া এলাকায় নতুন ইউরেনিয়াম সম্পদের হদিশ মিলিয়াছে। আর এটি মূলত বর্তমান জাদুগোড়া খনির উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই নতুন ভাণ্ডারটি ভারতের পরমাণু জ্বালানি সুরক্ষায় সবথেকে বেশি অবদান রাখিবে বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

গু২৩/০৪, ৮:৪৩ দ্দব্বণ্ণ ত্মত্রত্নদ্রখঠন্তন্ডন্ধন৬: এই ইউরেনিয়াম উত্তলণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এবং নতুন খনি তৈরি করিবার জন্য সরকার নীতিগতভাবে মোট ১৩টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়াছে। মন্ত্রী স্পষ্ট বলিয়াছেন, এই প্রকল্পগুলি চালু হইলে বছরে প্রায় ১১,৫৩৫ মিলিয়ন টন আকরিক এবং প্রায় ১০৯৫ টন ট্রাই ইউরেনিয়াম অক্সাইড উৎপাদন সম্পন্ন হইবে। আর এই প্রকল্পগুলি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি ও প্রশাসনিক আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার পরেই কাজগুলি জোরকদমে শুরু হইবে।

ভারতের মতো ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দেশে বিদ্যুতের চাহিদা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেই কারণে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এই কেন্দ্রগুলি চালানোর জন্য ইউরোনিয়াম প্রধান জ্বালানি। আর বর্তমানে ভারতকে ইউরোনিয়ামের জন্য বিদেশের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। তবে দেশের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম যদি উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে শক্তি খাতে আমূল পরিবর্তন আসিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

অগ্নিগর্ভ বিশ্ব, বিপন্ন বাজার: অর্থনীতির দোলাচল

উজ্জ্বলকুমার দত্ত

এমন সময় আসে, যখন অর্থনীতির পরিভাষাগুলো কেবল কাগজের অঙ্ক হয়ে থাকে না সেগুলো মানুষের রান্নাঘরের ধোঁয়ায়, বাজারের থলির ভাঁজে ও সংসারের দীর্ঘশ্বাসে রূপ নেয়। "মুদ্রাস্ফীতি" এই শব্দটি তখন আর সংবাদপত্রের একটি শুষ্ক শিরোনাম হয়ে থাকে না; এটি হয়ে ওঠে এক দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার, এক অনিবার্য বাস্তবতা, যা মানুষকে নীরবে বদলে দেয়।

২০২৬ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে, ভারত যেন সেই বাস্তবতার এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। পরিসংখ্যান বলছে-খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ৩.৪ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। শুনতে খুব ভয়ঙ্কর মনে নাও হতে পারে। কিন্তু - এর ভেতরে যে সঞ্চিত অস্থিরতা বিরাজ করছে, - তার ঢেউ ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের জীবনে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। ফেব্রুয়ারিতে যেখানে এই হার ছিল ৩.২১ শতাংশ, সেখানে মাত্র এক মাসে এই বৃদ্ধি যেন নিছক একটি সংখ্যা নয়- এ যেন আগাম বিপদের পূর্বাভাস। গ্রামের হাটে বা শহরের বাজারে গেলে বোঝা এ যায় যে, অর্থনীতির এই অঙ্কগুলো কীভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। একজন গৃহবধূ যখন টমেটোর দাম শুনে থমকে দাঁড়ান, কিংবা। একজন দিনমজুর যখন হিসেব কষে দেখেন-আজ আর সবজি কেনা সম্ভব নয়- তখনই বোঝা যায় মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত অর্থ।

খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কারণ। মার্চ মাসে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৭১ শতাংশে, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল - ৩.৪৭ শতাংশ। এই সামান্য বৃদ্ধি যেন সাধারণ মানুষের জীবনে এক অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করছে। পটল, টমেটো, বাঁধাকপি এই সাধারণ সবজিগুলোই আজ বিলাসবহুল হয়ে উঠছে অনেকের কাছে। গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই এ চাপের পার্থক্যও স্পষ্ট। গ্রামে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে বেশি- ৩.৩৭ শতাংশ থেকে ৩.৬৩ শতাংশে। শহরে তুলনামূলকভাবে কম- ৩.০২ থেকে ৩.১১ শতাংশ। এর কারণও স্পষ্ট-এ গ্রামের মানুষ সরাসরি খাদ্যদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল, তাই খাদ্যের দাম বাড়লেই তাদের জীবন সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়। এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে শুধু দেশীয় কারণ নেই-আন্তর্জাতিক রাজনীতির উত্তাপও এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যুদ্ধের যে কালো মেঘ জমেছে ইজরায়েল, আমেরিকা ও ইরানের। টানাপোড়েন তা শুধু সীমান্তেই সীমাবদ্ধ নয়; তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ভারতের বাজারেও। যুদ্ধ নিয়ে আসে অনিশ্চয়তা, আর অনিশ্চয়তা মানেই বাজারের অস্থিরতা। কাঁচা তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়ে ১০১ থেকে ১০৪ ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌঁছেছে। এই মূল্যবৃদ্ধি শুধু তেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না- এটি ছড়িয়ে পড়ে পরিবহন খরচে, উৎপাদন খরচে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পণ্যের দামে।

ভারত যেহেতু তার প্রয়োজনীয় তেলের বড় অংশ আমদানি করে, তাই এই আন্তর্জাতিক। মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি পড়ে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে। পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি, রান্নার গ্যাস- সবকিছুর দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তেল কোম্পানিগুলি আপাতত ক্ষতির বোঝা নিজেদের কাঁধে বহন করছে-প্রতি লিটারে ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু এই বোঝা চিরকাল বহন করা সম্ভব নয়। খুব শিগগিরই এই চাপ সাধারণ মানুষের ওপর এসে পড়বে- এ যেন ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা।

এবার আসা যাক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুদ্রাস্ফীতির হিসাব করার পদ্ধতি। ২০২৪ সাল থেকে সরকার মুদ্রাস্ফীতির হিসাবের ভিত্তিবর্ষ পরিবর্তন

করেছে- ২০১২ থেকে ২০২৪। এই পরিবর্তন কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিষয় নয়; এর গভীরে রয়েছে অর্থনীতির একটি সূক্ষ্ম কৌশল। নতুন ভিত্তিবর্ষে অনেক পুরনো পণ্য বাদ দেওয়া হয়েছে, নতুন পণ্য যুক্ত হয়েছে। খাদ্যপণ্যের ওজন কমিয়ে আনা হয়েছে ৪৫.৯ শতাংশ থেকে ৩৬.৭৫ শতাংশে। অন্যদিকে, বাসস্থান, বিদ্যুৎ, গ্যাসের মতো খাতের ওজন বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে কী হয়েছে? খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লেও, তার প্রভাব সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির ওপর কিছুটা কম দেখাচ্ছে। অর্থাৎ, পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও, বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব অনেক বেশি। এ যেন আয়নায় নিজের মুখ দেখার মতো আয়না যদি বিকৃত হয়, তবে প্রতিচ্ছবিও বদলে যায়।

বর্তমানে দেশে নির্বাচন চলছে। এই সময়ে সরকার ও তেল কোম্পানিগুলি সাধারণত মূল্যবৃদ্ধির চাপ কম রাখার চেষ্টা করে। কারণ, ভোটের সময় মানুষের অসন্তোষ যেন বিস্ফোরিত না হয়। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলেই এই চিত্র বদলে যেতে পারে। জমে থাকা মূল্যবৃদ্ধি একসঙ্গে প্রকাশ পেতে পারে যেন বাঁধ ভেঙে জল বেরিয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এপ্রিল মাসে মুদ্রাস্ফীতি ৩.৮ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে তা ৪ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এখানেই উদ্বেগের শুরু। কারণ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণত ৪ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতিকে আদর্শ মনে করে, যার চারপাশে ২ শতাংশের ওঠানামা সহনীয়। কিন্তু যদি এই সীমা বারবার অতিক্রম করে, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সুদের হার বাড়াতে হতে পারে। সুদের হার বাড়লে কী হয়? ঋণ নেওয়া কঠিন হয়, বিনিয়োগ কমে যায় এবং অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, একদিকে মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে অর্থনৈতিক মন্দা- এই দ্বৈত সংকটের মুখোমুখি হতে পারে দেশ। এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে ভারতীয় টাকার মূল্যের ক্রমাগত পতন। যখন টাকার দাম কমে, তখন আমদানি আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। ফলে তেলের দাম আরও বাড়ে এবং সেই সঙ্গে বাড়ে অন্যান্য পণ্যের দাম। একটি অনুমান বলছে- ২০২৬ সালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ৪.৬ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা আগে ৩.৯ শতাংশ থাকার আশা করা হচ্ছিল। যদিও এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে, তবুও এই বৃদ্ধি অর্থনীতির জন্য একটি সতর্কবার্তা। অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত মানুষের গল্পই বলে-সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জীবনের গল্প। একজন শ্রমিক যখন নিজের সন্তানের জন্য দুধ কিনতে পারেন না, একজন কৃষক যখন নিজের উৎপাদিত ফসলের দাম পান না, কিংবা একজন মধ্যবিত্ত মানুষ যখন প্রতিদিনের খরচ সামলাতে হিমশিম খান- তখনই বোঝা যায় মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত অভিঘাত। আজকের এই পরিস্থিতি আমাদের সামনে একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরছে। আমরা বাস্তবে কোন রাস্তা ধরে এগোবো? কেবল পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করব, না কি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেব?

যুদ্ধ, রাজনীতি, অর্থনীতি- সবকিছু মিলিয়ে যে জটিল জাল তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আটকে পড়েছে সাধারণ মানুষ। তাদের কণ্ঠস্বর প্রায়শই শোনা যায় না, কিন্তু তাদের নীরবতা অনেক কিছু বলে দেয়। সম্ভবত এই সময় আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে-অর্থনীতি কাদের জন্য?

উন্নয়ন কাদের জন্য? কারণ, শেষ পর্যন্ত একটি দেশের প্রকৃত শক্তি তার জিডিপি নয়, তার মানুষের জীবনযাত্রার মান। আর সেই মান যদি ক্রমাগত অবনতির দিকে যায়, তবে সমস্ত উন্নয়নের দাবি একসময় ফাঁপা হয়ে পড়ে। এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে, আমাদের শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই যুদ্ধ থামবে কি না, বাজার স্থিতিশীল হবে কি না, সরকার কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এই সব প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের হাতে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইতিহাসের স্বর ও লিপি

স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর— এইসব মিলিয়েই চলে যেতাম আর জি কর মেডিকেল কলেজে। বইপত্র ঘেঁটে বুঝতে চেষ্টা করতাম স্বর-প্রক্ষেপের প্রক্রিয়া। একদিন ওই মেডিক্যাল কলেজে বসেই বই থেকে এঁকে এনেছিলাম কান আর গলার ছবি। গান গাইব আর তার রহস্য জানব না তা কি হয়!

পিএইচডি-র গবেষণা শুরু করি এরও অনেকটা পরে। ততদিনে অধ্যাপনার জগতে পুরোপুরি জড়িয়ে গিয়েছি। ডিগ্রি কোর্সের ক্লাস পুরোদমে চলছে, এরই মাঝে একদিন সাধনদা, অর্থাৎ ড. সাধন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা। উনি ছিলেন বাংলা ও নাটকের অধ্যাপক। এস্থেটিক্স নিয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। মূলত ওঁর উৎসাহ এবং গাইডেন্সেই সংগীতের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম।

১৯৪৬ নাগাদ একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা ভীষণরকম ছড়িয়েছিল। শরৎচন্দ্র বসু আর সোহ্রাওয়ার্দী মিলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিয়ে এক 'অখণ্ড বাংলা' গড়ে তোলার। সে সময়ে কাগজে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল এই নিয়ে। তারপর কেমন যেন সব থিতিয়ে গেল। দেশভাগ আটকানো গেল না। ততদিনে ফিল্মের গান এবং আধুনিকের জোয়ার এসে গিয়েছে। ভারতীয় মার্গসংগীতের প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে পাশ্চাত্যের হার্মোনাইজেশন।

তখন আধুনিক গানের একটা ভীষণ পরিবর্তন আসছে। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিকের দেখানো পথে সেই পরিবর্তনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। 'মধুর আমার মায়ের হাসি', 'এক হাতে মোর পূজার থালা'ইত্যাদি গান তখন গ্রামোফোন বা রেডিওর কল্যাণে ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে উৎপলা সেনের গাওয়া গান সে সময় খুব হিট করেছিল। আমার খুব ভালো লাগত আধুনিক গান।

সেই সময় আমি একটা আধুনিক গানে সুরও দিয়েছি— 'কাছে গেলে মোর স্বপন ভাঙিয়া যায়।' সেই গান নিয়ে একদিন গেলাম বিনয় অধিকারীর বাড়ি। তখনকার দিনে উনি রেডিওর বেশ নামকরা শিল্পী ছিলেন। থাকতেন হাওড়ার সালকিয়ায়। আমায় দেখে খুব খুশি, গান শুনে আরওই উৎফুল্ল। কথা দিলেন গানখানা তিনি রেডিওতে গাইবেন এবং নিজের ছাত্রছাত্রীদেরও শেখাবেন। ১৯৫০ নাগাদ এই গানটিও বেশ খানিক জনপ্রিয় হয়েছিল। তখন আমি রেডিওতে নিয়মিত শিল্পী হয়েছি। পাশাপাশি চলছে স্নাতকোত্তরের পাঠ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নকশাল আমলে আমি রবীন্দ্রভারতীর লেকচারার, পরীক্ষা চলছে। আমি গার্ড দিয়ে হল থেকে বেরনোর পর ড. মানস রায়চৌধুরী গার্ড দিতে গিয়েছিলেন। ওঁর কড়া ইনভিজিলেশন পছন্দ না হওয়ায় ছেলেরা মানসবাবুর মাথা সজোরে ঠুকে দিয়েছিল দেওয়ালে! এসব ঘটনা নকশাল আমলে হামেশাই ঘটত। একদিন ভজন গানের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিচ্ছি। নানারকমের ভজন শুনছিলাম— তুলসীদাস, সুরদাস--- ভালো লাগছিল। একটি মেয়ে দেখি খুব হাত নেড়ে গান গাইছে। এত আবেগে আত্মহারা? আরে দেখি দেখি হাতটা, চেটোতে কী লেখা— পুরো গানটা? তাই ভাবি, এর তো শুধু হাত নড়ে না, চোখও নড়াচড়া করে! প্র্যাকটিকালেও টুকলি? বাধ্য হয়েই মেয়েটিকে বললাম, 'তোমাকে তো পাশ করাতে পারছি না।' মেয়েটি লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল, তারপর উঠে বেরিয়ে গেল।

ছোটবেলায় আমি নিজে নারায়ণরাও ব্যাস-এর তান অনুসরণ করতাম। একবার বম্বেতে একটা অনুষ্ঠানে গান গাইছি, দেখি, হঠাৎ নারায়ণরাও ব্যাস নিজে এসে বসেছেন শুনতে! তাঁর সামনে গান করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম— সেটা একটা আলাদা উপলব্ধি। শ্রোতাও নানা রকমের হয়। আমি নিজে শ্রোতাদের খুব লক্ষ করতাম— কে কোথায় মাথা নাড়ছে, কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে— এসবই আমার কাছে শেখার বিষয় ছিল।

আমার তানের প্রভাব হয়তো নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের গানে কিছুটা পড়েছে। সবাই পারে না, কারণ দুরন্ত বেগে তান গলায় তোলা সহজ নয়। আমার ভাই নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্র শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এরা দীর্ঘদিন শিখেছে আমার কাছে। বাংলা গানের 'বড়দি' ওরফে সুপ্রভা সরকারকে কিছুদিন শেখানোর সুযোগ হয়েছিল অ্যাকাডেমির গোড়ার দিনগুলিতে। অজয় চক্রবর্তী, রামানুজ দাশগুপ্ত এঁরাও আমার কৃতী ছাত্র। মণিমঞ্জুষা মজুমদার, সংগ্রামী লাহিড়ী, মীরা দত্ত রায়, মনোজিৎ মল্লিক, দিলীপ কর্মকার-সহ আমার আরও অনেক ছাত্রছাত্রীই সুনামের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন।

আজকাল সেই গভীর মনঃসংযোগ নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার প্রবণতা খুব একটা দেখা যায় না— এমনটাই মনে হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার একটা স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাও তৈরি হয়, ফলে তারা কিছুটা ঠিকই বুঝতে পারেন, যদিও সবটা নয়। খেয়ালের মূল রসের নাগাল সহজে পাওয়া যায় না। তার নিজস্ব গঠন, তার অন্তর্গত সৌন্দর্য অটুটই থাকবে। ভবিষ্যতেও সেই স্বরূপ বজায় থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। খেয়ালকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যখন আমরা গোয়াবাগানের কাছাকাছি থাকতাম, তখন দেখেছি, পূর্ণশ্রী সিনেমা হলের সামনে হিন্দি ছবি দেখার জন্য বিশাল ভিড়। অথচ কাছেই আরেকটা প্রেক্ষাগৃহে সত্যজিৎ রায়ের ছবি তেমন চলছে না। ফলে যা জনপ্রিয়, তাই-ই যে শ্রেষ্ঠ এমনটা আমি মানতে নারাজ।

আসলে আজকের ব্যস্ত জীবনে পড়াশুনো, চাকরিবাকরি সামলে কেউ হয়তো অনেকদিন অবধি ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা বা তালিম কষ্ট করে চালিয়ে গেল, তারপর একটা সময়ের পর আর পেরে উঠল না। তাদের আগ্রহ কম বা ট্যালেন্ট নেই, একাগ্রতা নেই এমনটা আদৌ নয়। বর্তমানে আমারই এক ছাত্র, বেশি বয়স নয়, কী অপূর্ব গান গেয়ে শোনাল সেদিন! কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির চাপ সামলে কতদিন সেটা পেরে উঠবে ওটাই মস্তবড় সমস্যা। কিন্তু তবুও আমি আশাবাদী।

সেদিনের গানের কথা বলতে গেলে, খুব যে ভালো গেয়েছি, এমন দাবি করব না; মোটামুটি হয়েছে বলাই ঠিক। শ্রোতাদের কাছ থেকে কোনও দুর্নাম আসেনি। এটাই বড় কথা। আর সেটাকে আমি আমার পিতৃপুরুষের সৌভাগ্য বলেই দেখি। কারণ সমালোচনা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু সেদিন তা হয়নি— এটাকেই ভাগ্য বলব। হয়তো আমার বয়সের ব্যাপারটা ভেবেই শ্রোতারা এতখানি বাড়তি ভালোবাসা দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ভিড় ছিল প্রচুর, হাততালিও কম পড়েনি। কিন্তু শুধু ভিড় বা হাততালি দিয়ে কোনও গানের আসল সার্থকতা বিচার করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, শ্রোতা ভরপুর, প্রশংসাও হচ্ছে, অথচ গানের যে গভীর রসাস্বাদন— সেটা হয়তো পুরোপুরি ঘটল না। গানকে বিচার করা সত্যিই কঠিন। আবার এমনও হয়, খুব ভালো গানও শ্রোতারা সেইভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, একজন শ্রোতার শুধু রসবোধ থাকলেই হয় না— সেই রস উপভোগ করার ক্ষমতাও থাকতে হয়। সেদিন রাগ বেহাগ গেয়েছিলাম। প্রস্তুতি ছিল, তবে রাগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলাদা কোনও ভাবনা মাথায় আসেনি। মোটের উপর সেদিন আমার নিজের ভালোই লেগেছিল— এইটুকু বলতে পারি। বিশেষভাবে স্মরণীয় সংগীত পরিবেশনের কোনও স্মৃতি? আমার প্রথম অনুষ্ঠানের কথা বলি। ১৯৩৪ সাল। আমার জ্যাঠামশাই তখন লিলুয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। লিলুয়া ইনস্টিটিউটেই তিনি নিজের উদ্যোগেই এক জলসার আয়োজন করেন। বাবা আমার নাম দিয়ে দিলেন। সাত বছর বয়সে মঞ্চে গান গাইলাম, ধ্রুপদ। একটি সান্ত্বনা পুরস্কারও বোধহয় পেয়েছিলুম সেইবার।

নারায়ণরাও ব্যাস-কে গান শোনানোর বিরল অভিজ্ঞতার কথা তো আগেই বলেছি। ১৯৬১ সালে শিলিগুড়িতে মিউজিক কনফারেন্স। শেষদিনে আমার অনুষ্ঠান ভীমসেন যোশির পরে। রীতিমতো নার্ভাস লাগছে। 'জো ভজে হরিকো সদা' দিয়ে আসর মাত করে অনুষ্ঠান শেষ করলেন যোশিজি। এবার আমার পালা। স্টেজে তখনও পর্দা ওঠেনি। তানপুরোর তারে টোকা দিয়ে দেখি ডি-শার্পে বাঁধা! এদিকে আমি সি-শার্পের গাইয়ে। জেদ চেপে গেল। কারণ সমস্ত আসর তখন ডি-শার্পে টানটান। স্কেল নামালেই আসর চুপসে যাবে। রাত তিনটে নাগাদ প্রায় ফাঁকা হলে গাইতে শুরু করলাম ভৈরব— 'বালমুরে মোরে সৈঁয়া।' খানিকক্ষণ চোখ বুজে গাওয়ার পর চোখ খুলে দেখি হল ভরে গিয়েছে। গান শেষে প্রচণ্ড হাততালি। উদ্যোক্তারা বলেছিলেন, ভীমসেনজির পরে আপনি যে আসরটা এমনভাবে ধরে ফেলবেন, তা ভাবিনি। আজও এটি আমার জীবনের অন্যতম সেরা স্মৃতি।

আমি খুব তাড়াতাড়িই বুঝে গিয়েছিলাম, বাবার মতো হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রায় পাঁচ বছর সেতার শিখেছিলাম, কিন্তু তারপর আর এগিয়ে নিয়ে যাইনি। বাবার মতো বহুমুখী প্রতিভা আমার নেই। একদিন জ্ঞানবাবুর (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) বাড়ির কাছে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় রবিশঙ্কর এসে পড়লেন। জ্ঞানবাবু আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে সত্যকিঙ্করবাবুর ছেলে, ভালো গান করে।' শুনে রবিশঙ্কর অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি সত্যকিঙ্করবাবুর ওই একটা কথাতেই বোঝা যায়, বাবার সেতারকে তিনি কত উচ্চতায় দেখতেন! বাবাকে আমি খুব ভয় পেতাম, শ্রদ্ধাও করতাম। কিন্তু ওঁর সব ধারণার সঙ্গে সহমত হতে পারিনি। বাবা সবসময় বাংলা ভাষায় খেয়াল গাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নিয়ে আকাশবাণীর সঙ্গে ওঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। খেয়াল গান সেই সুলতানি আমল থেকে হয়ে আসছে হিন্দিতে, ফলে আমাদের কান ওই শব্দ-সুরের বাঁধুনিতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে তাকে নতুন করে বাংলায় ঢেলে সাজাতে গেলে কানে অন্যরকম ঠেকতে বাধ্য। কবীর সুমন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা খেয়ালকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রভূত চেষ্টা করছেন। সেই গান আমিও শুনেছি। সুমনবাবু বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন বলে জানি। কিন্তু আমি এখনও মনে করি, খেয়াল গানে বিস্তারের সময় সুর বজায় রেখে বাণীর যে ডিসটর্শন বা বিকৃতি, তার জন্য হিন্দি ভাষাই উপযুক্ত, বাংলা নয়। একটা উদাহরণ দিই: বাবার আরেক ছাত্র নীলমণি সিংহের থেকে শোনা 'একি তন্দ্রা বিজড়িত আঁখিপাতে' গানটি মালকোষ রাগে আধারিত। এবার এই গানের বিস্তার করতে গিয়ে কোনও গায়ক যদি অনবরত 'তন্দ্রা বিজরিত, তন্দ্রা বিজড়িত' গেয়ে বিস্তার অংশটুকু করেন, তাহলে গানের অর্থের সঙ্গে পরিবেশনের একটা সরাসরি সংঘাত বেধে যায়। অত তান করলে তন্দ্রা ছুটে যাওয়ার উপক্রম হয় আর কী! অথচ হিন্দিতে এ জাতীয় রিপিটেশন বা ডিসটর্শন অত্যন্ত স্বাভাবিক শোনায় কানে।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না থাকলে বিষ্ণুপুর ঘরানার পূরবী রাগের এই বিশেষ রূপটা আজকের শ্রোতারা আদৌ গ্রহণ করতেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। পূরবীর যে নিজস্ব আবেদন, সেটা অন্যভাবে একই গভীরতায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্নিহিত মাধুর্য খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে নিজের সৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন। আমি শুনেছি, তিনি প্রায়ই আমার সেজদাদু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে অনুরোধ করতেন বিষ্ণুপুর ঘরানার বিভিন্ন রাগের বন্দিশ শোনাতে। সেজদাদু ওঁর অসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য বিভিন্ন রাগ নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। কোনও সুর রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগলে তিনি তার স্বরলিপি চাইতেন। এরপর নিজেই বাণী রচনা করে, সেই রাগের চলন অনুযায়ী নতুন সুর নির্মাণ করতেন।

প্রচলিত পূরবী রাগে শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার নেই, কিন্তু বিষ্ণুপুর ঘরানায় তা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূরবী-নির্ভর গানে শুদ্ধ ও কোমল— উভয় ধৈবতেরই প্রয়োগ করেছেন (যেমন, 'তুমি তো সেই যাবেই চলে')। এই সৃজনশীল প্রয়াসের মধ্য দিয়েই তিনি পূরবী রাগকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সুরসৃষ্টির ব্যাখ্যা আসলে নির্দিষ্ট কোনও কাঠামোয় বাঁধা যায় না। তাঁর গান শুনলে শ্রোতা তাঁর বাণী, শব্দবিন্যাস এবং সুরের মেলবন্ধনে এমনভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন যে, তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

বিষ্ণুপুর ঘরানার বহু রাগেই আলাদা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। যেমন, বৃন্দাবনী সারঙ-এ শুদ্ধ-'নি' ব্যবহার হয় আমাদের ঘরে, যদিও প্রচলিত রূপে দুই-'নি'-ই চলে। আবার ছায়ানট গাইবার সময় আমরা কোমল 'নি' দিই না, অথচ মালবিকা কাননের গলাতেও কোমল-'নি' বাদ দিয়ে গাওয়া ছায়ানট শুনে ভীষণ ভালো লেগেছিল। রামকেলি রাগে বিষ্ণুপুর ঘরের ধারায় কড়ি মধ্যমের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু সময় বদলেছে— সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুই মধ্যমের ব্যবহারও এখন স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে আজ যদি আমি রামকেলিতে সেই দুই মধ্যম ব্যবহার না করি, শ্রোতারা হয়তো আমাকে গ্রহণই করবেন না। এটা আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল। বাবা মানতে চাইতেন না। তাই ওঁর সঙ্গে সরাসরি বিরোধে যাইনি কখনও, কিন্তু নতুন নতুন বন্দিশ শেখার চেষ্টা করতাম। কারণ, সেগুলি না জানলে রাগের ভেতরে গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। পরিবর্তনকে অস্বীকার করলে নিজেকেও প্রাসঙ্গিক রাখা যায় না— এই বিশ্বাস থেকেই ধীরে ধীরে আমি আমার নিজস্ব ঘরানার গণ্ডি কিছুটা ছাড়িয়ে এসেছি।

প্রযুক্তি এক ধাক্কায় সংগীত-চর্চার ধারাকেই বদলে দিয়েছে। বিশেষ করে বিলম্বিত খেয়ালের চল এখন বেড়ে গিয়েছে। আগে এর তেমন অস্তিত্বই ছিল না। তানের দিকটাও আগের মতো আর নেই। অর্থাৎ গোটা গানটাকে বিগত যুগের রীতি মেনে সাদামাটা না রেখে, আরও বড় করে, বিস্তারিত করে গাওয়ার ঝোঁক তৈরি হয়েছে। আজকের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদারমনস্ক, গ্রহিষ্ণু ভাব বেড়ে যাওয়ার দরুন তারা নানান জিনিস শুনছে, দেখছে, গ্রহণ করছে। ক্রমশ বিভেদ কমে আসছে। রেডিও, রেকর্ড, টেলিভিশন, ইউটিউব-সহ নানা মাধ্যমে আদানপ্রদানের ফলে আগ্রা ঘর ও অন্যান্য ঘরানার সংগীত-চেতনা বা ট্রিটমেন্ট মিলেমিশে গিয়েছে। আগের মতো গোঁড়ামির প্রশ্নই ওঠে না। যা পড়ে আছে তা হল স্টাইল। গানের ঢং বা ভঙ্গি। গায়কের উপর রাগের স্ট্যান্ডার্ড চেহারা কেমন হবে, তা নির্ভর করে। খুব এলেমদার গাইয়ের করা সামান্য ডিভিয়েশনও চট করে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

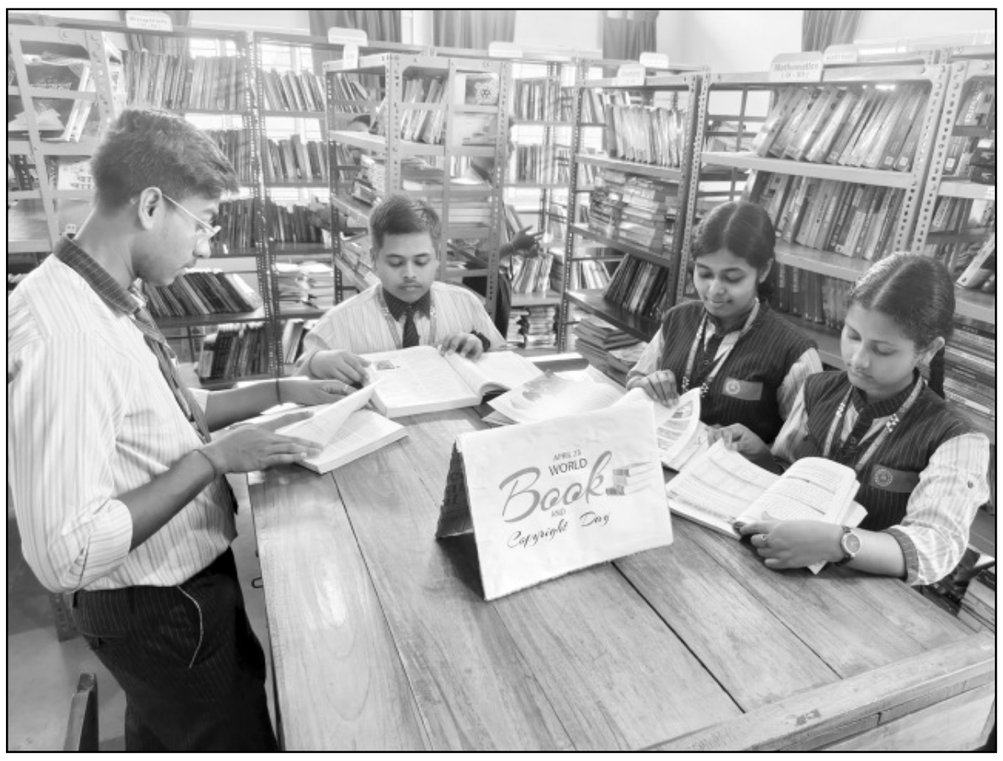

২৩শে এপ্রিল বিটিভিএম-এ বিশ্ব কপিরাইট দিবস পালিত হয় বৃহস্পতিবার।

বেঙ্গল ভোট: মুর্শিদাবাদের দুই ঘটনায় রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট চলাকালীন মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিপোর্ট তলব করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বাম সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে আজুপা (আজাম জনতা উন্নয়ন পার্টি)-র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের সংঘর্ষএই দুই পৃথক ঘটনার উপর বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকায় বুধবার রাত থেকেই বামফ্রন্ট সমর্থক ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। বৃহস্পতিবার সকালে রায়পুর এলাকায় সিপিআই(এম) সমর্থকদের একাংশকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি, শুরুতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও সামনে আসে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার খবর পেয়ে পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাইকের মাধ্যমে ভোটারদের আশ্বস্ত করে। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় বাম সমর্থকেরা ভোট দেন বলে জানা গেছে। যদিও ভোটে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ডোমকলের ২১৭ নম্বর বুথ পরিদর্শন করেন এসডিপিও শুভম বাজাজ, যেখানে সিপিআই(এম) সমর্থকেরা তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ভোটে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন।

অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের নওদা এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের সংঘর্ষের ঘটনাও সামনে এসেছে। ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে তৃণমূল কর্মীরা হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং তাঁকে এলাকা ছাড়ার দাবি জানান। এর প্রতিবাদে কবীর অবস্থান বিক্ষোভে বসে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, যার মধ্যে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স, ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন এবং অন্যান্য রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন। রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে। রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল এবং ভোটগণনা ৪ মে অনুষ্ঠিত হবে।

'এবার সব রেকর্ড ভাঙবে': বাংলার ভোট নিয়ে আশাবাদী মোদি, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রশংসা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, এবারের ভোটে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন-কে কৃতিত্ব দেন তিনি।নদিয়ার কৃষ্ণনগরে একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট চলছে। সকল ভোটারকে অভিনন্দন। গণতন্ত্রের উৎসব সবাই উদযাপন করুন। এখনও পর্যন্ত আগের তুলনায় অনেক কম হিংসা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানাই।"

তিনি আরও বলেন, প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে যেভাবে ভোটাররা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন, তাতে স্পষ্ট যে ভোটদানের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।"যেভাবে ভোট হচ্ছে এবং মানুষ যে উৎসাহ দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এবার সব রেকর্ড ভেঙে যাবে," বলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ভূমিকাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, তাঁরা দায়িত্বশীলভাবে কাজ করছেন এবং শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।ভাষণের সময় তিনি পরোক্ষভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে কটাক্ষ করেন। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচারের সময় 'ঝালমুড়ি' খাওয়া নিয়ে যে মন্তব্য হয়েছিল, তা নিয়েও প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। "আমি ঝালমুড়ি খেয়েছিলাম, আর তাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে আগুন লেগেছে," মন্তব্য করেন মোদি।

তিনি আরও বলেন, ৪ মে ফল ঘোষণার পর বিজেপির জয়ের উৎসবে মিষ্টির সঙ্গে ঝালমুড়িও বিতরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, এবারের নির্বাচন মূলত "তৃণমূল কংগ্রেস বনাম সাধারণ মানুষ"-এর লড়াই। তাঁর মতে, রাজ্যের মানুষ দুর্নীতি, তোলাবাজি ও সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ এবং পরিবর্তন চাইছেন।তিনি আরও বলেন, সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষকসবাই নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন এবং পরিবর্তনের পক্ষে মত দিচ্ছেন। অনেক জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস 'খাতা খুলতে পারবে না' বলেও দাবি করেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রথম দফায় রাজ্যের ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে এবং দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল।

এফিডেভিট

আমি, শ্রী নিধির দাস, পিতাস্বর্গীয় কালাচাঁন দাস, গ্রামপুরাথল রাজনগর, থানামধু পুর, জেলাসিপাহিজলা, ত্রিপুরা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার সঠিক নাম "নিতিকা দাস", যা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক নথিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
কিন্তু তার আধার কার্ডে (নং: ৮২৭৬ ১১২৯ ৬৫৫৭) ভুলবশত তার নাম "নিকিতা দাস" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, "নিকিতা দাস" এবং "নিতিকা দাস" একই ব্যক্তি, অর্থাৎ আমার কন্যাএই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে। উক্ত ঘোষণা এফিডেভিট নং ৪০৮৪, তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২৬ অনুযায়ী, বিশালগড়, সিপাহিজলা, ত্রিপুরার নোটারি পাবলিকের সম্মুখে প্রদান করা হয়েছে।

PNIET NO-03/EE/PWD(DWS)/AMB/2026-27

Single bid percentage rate e-tender is invited for 05(Five) Nos. tender viz. Mic of PVC/CI/DI, Rewinding of Burnt Motor of different DTW schemes, Rewinding of existing VT Pump & other allied works of 0.55 MGD capacity SWTP of Ambassa RD Block & Construction of 01(One) No. SBDTW & Supply & installation of 5000 Ltr/hr capacity IRP in/c installation of 15 gm/hr electro chlorinator of Ganganagar RD Block under DWS Division, Ambassa.
Last date & time for online Bidding: 29-04-2026 upto 3:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact email-dwsdhalaiambassa@gmail.com
For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. R. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-127/26

PNIe T No: 3/EE/RD/BSGD/SPJ/2026-27, Dt. 22.04.2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District invites item wise e-tender (Single bid) from the resourceful & bonafied Agency/suppliers for Different Stationary goods for office of the R.D Bishramganj Division, Sepahijala District for 2025-26 (2nd call) upto 3.00 PM of 06.05.2026. For details contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
RD Bishramganj Division,
Sepahijala Tripura

ICA/C-125/26

PNIT NO (e-TENDER) : e-PT-1/CE/RD/2026-27, dt-22/04/2026

The Executive Engineer-I, O/o the Chief Engineer, RD Department, Gurkhabasti, Agartala invites separate e-tender for hiring of 1(one) No. Maruti Eeco for office of the Chief Engineer, RD and 1(one) No. Maruti Eeco for CWTIT, Khumulung, including fuel and driver from eligible bidders as detailed in respective DNIT upto 3.00 PM of 06/05/2026. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9862520598. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer-I
O/o the Chief Engineer
RD Department,

ICA/C-120/26

বাংলা ও কেরলে কর্মীরা নির্য্যাতন-খুনের মুখেও দলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: গুজরাট বিজেপি সভাপতি

বানাসকাঁঠা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে নির্বাচনী হিংসার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি কর্মীরা সেখানে "নির্য্যাতন ও হত্যার" শিকার হলেও এখনও সংগঠন শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধএমনই দাবি করলেন গুজরাট বিজেপি সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা।

বানাসকাঁঠা জেলার পালানপুরে আসন্ন পুরনির্বাচনকে সামনে রেখে আয়োজিত 'বিকাশ সংকল্প সভা'-য় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "বিজেপি কর্মীরা ৩৬৫ দিন মানুষের মধ্যে থাকেন এবং জনসেবায় নিয়োজিত থাকেন, যেখানে বিরোধী নেতাদের দেখা যায় শুধু নির্বাচনের সময়।"

তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে বলেন, সংগঠনগত দুর্বলতার কারণে দলটি মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাঁর দাবি, "কংগ্রেসের নীতি, উদ্দেশ্য ও নেতৃত্বের অভাব রয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মীরাও আস্থা হারিয়েছেন।"

কৃষকদের জন্য রাজ্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন বিশ্বকর্মা। তিনি জানান, অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১৫,০০০ কোটি টাকার ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কেনা হয়েছে।এই অর্থ সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে। "আগের সরকারগুলো শুধুই বিবৃতি দিত, এখন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে," বলেন তিনি।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণসহ কাশি, উজ্জয়িন, সোমনাথ, পাভাগঢ়, আম্বাজি ও দ্বারকার মতো তীর্থস্থানের উন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেন।

সভা থেকে তিনি বিজেপি কর্মীদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান এবং বানাসকাঁঠার সব আসনে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেন।

জোটই সরকার গঠন করবে, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কাজ করেছে ডিএমকে: চিদাম্বরম

কারাইকুডি, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোট প্রদান করে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে সেক্যুলার প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স আবারও রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরবে।

রাজ্যের ২৩৪টি আসনে বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। প্রায় ৫.৭৩ কোটি ভোটার ৪,০২৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে অংশ নিচ্ছেন। এবারের নির্বাচন চারমুখী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন সেক্যুলার প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স, এআইএডিএমকে-নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স, নাম তামিলার কাচ্চি (এনটিকে) এবং তামিলাগা ভেত্রি কাজগম (টিভিকে)-র মধ্যে।

কারাইকুডির চিট্টাল আচ্চি মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিদাম্বরম বলেন, রাজ্যের মানুষ মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেনস্থিতিশীল সরকার, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প।

তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত যে এই তিনটি ক্ষেত্রেই কাজ করেছে ডিএমকে সরকার। তাই আবারও এই জোট সরকার গঠন করবে এবং আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবে।"

রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ঋণ প্রসঙ্গেও তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা থাকলে তা সামাল দেওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেট অনুযায়ী তামিলনাড়ুর মোট ঋণ ১০.৭১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী থাঙ্গাম তেন্নারাসু। ঋণ নিয়ে উদ্বেগ প্রসঙ্গে চিদাম্বরম বলেন, "ঋণ নেওয়া স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। সব দেশই ঋণ নেয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেই ঋণের সুদ শোধ করার সক্ষমতা আছে কি না।"

এছাড়াও 'ফ্রিবি' শব্দের ব্যবহার নিয়েও আপত্তি জানান তিনি। তাঁর মতে, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে 'ফ্রিবি' বলা ঠিক নয়।তিনি বলেন, "এগুলো ফ্রিবি নয়। ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। এটিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত।" আগামী ৪ মে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হবে, সেদিনই স্পষ্ট হবে তামিলনাড়ুর পরবর্তী সরকার কে গঠন করবে।

ভুয়ো ভোটার নেই, মমতার জয়ের কোনও সুযোগ নেই: শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোট দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, এ বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই।

বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের নন্দনায়ক প্রাইমারি স্কুলের একটি বুথে ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধিকারী বলেন, "আমি পোলিং এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। ভোটগ্রহণ চলছে, কোনও সমস্যা নেই।"

এসআইআর প্রক্রিয়া ফলাফলে কী প্রভাব ফেলবেএই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি নেতা বলেন, "ফলাফল ঘোষণার সময়ই বোঝা যাবে, কীভাবে এই প্রক্রিয়ায় ভুয়ো ভোটারদের বাদ দেওয়া হয়েছে। যদি ভুয়ো, ডুপ্লিকেট, অনুপ্রবেশকারী বা মৃত ভোটার না থাকে, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের কোনও সুযোগ নেই।"উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকেই অল্প ব্যবধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বহু জায়গায় সকাল থেকেই ভোটারদের উৎসাহ চোখে পড়েছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই বিভিন্ন বুথের সামনে লম্বা লাইন দেখা যায়।

প্রথম দফায় যে জেলাগুলিতে ভোট হচ্ছে, সেগুলি হল কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা (উত্তরবঙ্গ) এবং মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম (দক্ষিণবঙ্গ)।

রাজ্যের বাকি ১৪২টি কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা ৪ মে অনুষ্ঠিত হবে।

ঐতিহ্যবাহী বিশালগড় বৈশাখী মেলা - ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
উদ্যোক্তা ঃ বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটি
সহযোগিতায় ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বিশালগড় পুর পরিষদ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি ও অন্যান্য দপ্তর।
তারিখ ঃ ১০ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
(২৪শে এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ ইং)

শুভ উদ্বোধন

তারিখ ঃ ১০ই বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রোজ শুক্রবার ।। সময় ঃ বিকেল ৬ ঘটিকা

আমন্ত্রণ পত্র

মহাশয়/মহাশয়া,
অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিশালগড় বৈশাখী মেলা কমিটির উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
উক্ত মেলায় আপনার/আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গন সুন্দর ও সার্থক হোক।

উদ্বোধক ঃ **শ্রীমতি অতসী দাস,** মাননীয় চেয়ারপার্সন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি।
প্রধান অতিথি ঃ **শ্রী অঞ্জন পুরকায়স্থ,** মাননীয় চেয়ারম্যান বিশালগড় পুর পরিষদ।
বিশেষ অতিথি ঃ **শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী,** বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রী তপন দাস, মাননীয় সভাপতি শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি।
সম্মানিত অতিথি ঃ **ডঃ ফণীভূষণ জমাতিয়া,** মাননীয় কৃষি অধিকর্তা কৃষি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
শ্রী মানিকলাল দেববর্মা, মাননীয় মার্কেটিং অধিকর্তা, ত্রিপুরা সরকার।
শ্রী বাবুল সাহা, সভাপতি, বিশালগড় ব্যবসায়ী সমিতি
শ্রী বিকাশ সেন্থিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, বিশালগড়।
শ্রীমতি কাকলী ভৌমিক, আধিকারিক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বিশালগড় মহকুমা

ঐতিহ্যবাহী বিশালগড় বৈশাখী মেলা - ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
উদ্যোক্তা ঃ বিশালগড় এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটি
সহযোগিতায় ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বিশালগড় পুর পরিষদ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি ও অন্যান্য দপ্তর।
তারিখ ঃ ১০ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
(২৪শে এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ ইং)

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

১৫ই বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ ইং) রোজ বুধবার
সময় ঃ বিকেল ৬ ঘটিকা

বৈশাখী মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন

শ্রী সুশান্ত দেব, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

ধন্যবাদান্তে
শ্রী রতন দেব
আহ্বায়ক
বিশালগড় বৈশাখী মেলা কমিটি
১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ICA/D/68/26

'প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল হিংসার আশ্রয় নেয়', অভিযোগ অগ্নিমিত্রা পলের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল-এর গাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরাই এই হামলা চালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, "আমরা রাহমত নগরের একটি স্কুলে পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার পরই পাথর ছোড়া হয় এবং পিছনের কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়।" ভোট দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমকে তিনি অভিযোগ করেন, "প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস হিংসার আশ্রয় নেয়। ২০২২ সালের উপনির্বাচনেও একইভাবে গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছিল।"

তিনি আরও দাবি করেন, "তৃণমূল মনে করে মুসলিমরা তাদের সম্পত্তি। কিন্তু বিজেপিরও মুসলিমদের উপর সমান অধিকার আছে, তাঁরা আমার ভাই।" পাশাপাশি তিনি জানান, এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না করলেও স্থানীয় থানাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "এটি অপরাধী ও গুন্ডায় ভরা একটি দল।" তাঁর আরও অভিযোগ, ভোটের আগে বাইরের রাজ্য থেকে লোক আনা হয়েছে এবং কিছু দুষ্কৃতী এলাকায় সক্রিয় রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি।

এদিকে মুর্শিদাবাদের নবদা বিধানসভা কেন্দ্রেও উত্তেজনার খবর পাওয়া গেছে। হুমায়ুন কবির-কে ঘিরে একটি ভোটকেন্দ্রের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাধে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তোলে।

উচ্চ ভোটদানের হার সত্ত্বেও এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অশান্তির ঘটনায় নির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর রয়েছে।

বেঙ্গল ভোট: নারী ও যুবরাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে, দাবি মোদির

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় উচ্চ ভোটদানের হার প্রমাণ করে যে বিজেপি নয়, বরং রাজ্যের নারী ও যুবসমাজই শাসক তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়াই শুরু করেছেএমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে যেভাবে ভোট পড়ছে, তা প্রমাণ করে ৪ মে শুধু ফল ঘোষণার দিন নয়, পরিবর্তনের দিনও হতে চলেছে। বিশেষ করে মহিলা ও প্রথমবারের ভোটারদের উৎসাহ দেখিয়ে দিয়েছে যে তারাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনের সারিতে রয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল আটকে দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার পর রাজ্যের মহিলারা দলের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পেরেছেন। তাঁর কথায়, "তৃণমূল ও অন্যান্য বিরোধী দলের নারী-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই নির্বাচনে মহিলারা তৃণমূলকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।"তিনি আরও বলেন, "বাংলা মা কালী ও মা দুর্গার ভূমি। কিন্তু তৃণমূল শাসনে রাজ্যের মহিলারা নিরাপদ নন। অন্যায় সহ্য করবেন না, আপনার ভোটই সবকিছু বদলে দিতে পারে।"

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, প্রথম দফার ভোটে মানুষের যে উৎসাহ দেখা গেছে, তা রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। "৪ মে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের মেয়াদ শেষ হবে," বলেন তিনি। এছাড়াও অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করতে অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছেপ্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে। ভোটগণনা হবে আগামী ৪ মে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মার্ট মেকআপের ৮টি সহজ টিপস

গরমের প্রখর রোদে আর ভ্যাপসা গরমে সেই কাজলই হয়ে ওঠে বিড়ম্বনার কারণ। ঘাম আর চোখের তেলের সংস্পর্শে কাজল লেপ্টে গিয়ে নিমিষেই নষ্ট করে দেয় পুরো সৌন্দর্য। কীভাবে এই কাঠফাটা গরমেও আপনার চোখের মায়া থাকবে অটুট? আপনার প্রিয় কাজলটিকে স্মাজ-প্রুফ বা দীর্ঘস্থায়ী করার ৮টি ম্যাজিক টিপস দেখে নিন

কাজল পরার আগে মুখ ও চোখের চারপাশ ভালো করে ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিন। চোখের কোণে জমা তেল বা ঘাম কাজল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ। মেকআপ শুরুর আগে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বরফ নিয়ে চোখের চারপাশে হালকা করে চেপে ধরুন। এতে ত্বকের রোমকূপ বন্ধ হবে এবং ঘাম কম হওয়ায় কাজল দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হবে। কাজল পরার আগে চোখের পাতায় সামান্য আই-প্রাইমার বা কনসিলার লাগিয়ে নিন। এটি একটি বেস হিসেবে কাজ করে, যা কাজলের পিগমেন্টকে ত্বকের সাথে আটকে রাখে। গরমে সাধারণ কাজলের বদলে সবসময় ভালো মানের ওয়াটারপ্রুফ এবং 'স্মাজ-প্রুফ' কাজল ব্যবহার করুন। এটি ঘাম বা জলে সহজে ধুয়ে যায় না। কাজল পরার পর একটি সরু ব্রাশ দিয়ে কাজলের ঠিক নিচে হালকা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার বা কম্প্যাক্ট পাউডার বুলিয়ে নিন। এতে তেলতেলে ভাব কমে যায় এবং কাজল ছড়ায় না। কাজলের স্থায়িত্ব বাড়াতে একই রঙের আইশ্যাডো কাজলের ওপর হালকা করে ড্যাব করে দিন। এটি কাজলকে লক করে দেয় এবং গরমেও গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। চোখের একদম ভেতরের কোণ থেকে কাজল পরা শুরু করবেন না। এখান থেকেই জল বেশি বের হয়, তাই মাঝখান থেকে কাজল পরা শুরু করা বুদ্ধিমানের কাজ। গরমে বাইরে বের হলে ব্যাগে সবসময় ইয়ারবাড বা কটন বাড রাখুন। যদি কাজল সামান্য ছড়িয়েও যায়, তবে ঘষবেন না; আলতো করে কটন বাড দিয়ে বাড়তি অংশটুকু মুছে নিন।

পেটের সমস্যা কমাতে বানান পাস্তা

পাস্তা মানেই কি আনহেলদি? রান্নার ধরণ আর সঠিক উপকরণ বেছে নিলে এই খাবারও স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ হতে পারে।আজ দেখে নিন একটি ''গাট-ফ্রেন্ডলি'' পাস্তা রেসিপি। পুষ্টিবিদের দাওয়াই মেনে এবার বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন ফাইবার সমৃদ্ধ ও পেট-বান্ধব পাস্তা। মাত্র ১৫ মিনিটেই তৈরি হবে এই ম্যাজিক রেসিপি।

পাস্তার নাম শুনলে প্রথমেই মাথায় চিজ আর ক্রিমে ভরা ভারী কোনও খাবারের কথা আসে। কিন্তু রান্নার ধরণ আর সঠিক উপকরণ বেছে নিলে এই খাবারও স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ হতে পারে। দেখে নিন "গাট-ফ্রেন্ডলি" পাস্তা রেসিপি।

সাধারণ পাস্তা খাওয়ার পর অনেকেরই পেট ভার হয়ে যায় বা হজমে সমস্যা হতে শুরু করে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তৈরি পাস্তা যেমন হালকা, তেমনই এটি আপনার শরীরে পর্যাপ্ত ফাইবার জোগাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই আপনি এই পুষ্টিকর পদটি তৈরি করে নিতে পারবেন। শুরুতেই স্প্যাগেটি বা আপনার পছন্দের পাস্তা সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে অলিভ অয়েল মাখিয়ে রাখুন। স্বাদের জন্য প্রয়োজন অলিভ অয়েল, পাতলা করে কাটা পেঁয়াজ, বেশ কিছুটা রসুন আর চেরি টমেটো। পেটের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সঙ্গে রাখুন এক মুঠো তাজা পালং শাক এবং ফ্রেটা চিজ। একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে তাতে থেঁতো করা রসুন আর পেঁয়াজ কুচি হালকা করে ভাজুন। মনে রাখবেন, এই রান্নার আসল "স্টার ইনগ্রেডিয়েন্ট" হল রসুন, যা শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে সুগন্ধ বেরোতে শুরু করলে পরের ধাপের জন্য প্রস্তুত হন। এবার প্যানে চেরি টমেটো, স্বাদমতো নুন, গোলমরিচ এবং এক চিমটি অরিগ্যানো দিয়ে দিন। টমেটোগুলো নরম হয়ে এলে তাতে পালং শাক দিয়ে মিনিট দুয়েক হালকা আঁচে নাড়াচাড়া করতে হবে। সবজিগুলো বেশি সেদ্ধ করবেন না, যাতে সেগুলোর প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ পুরোপুরি বজায় থাকে। আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা পাস্তাটি এবার প্যানে থাকা মশলা ও সবজির মিশ্রণে দিয়ে দিন। সব উপকরণ যেন পাস্তার সঙ্গে ভালভাবে মিশে যায়, সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি। সবশেষে ওপর থেকে ফ্রেটা চিজ ছড়িয়ে দিলেই তৈরি আপনার জিভে জল আনা স্বাস্থ্যকর পাস্তা।

এই রেসিপিটি মূলত ফাইবার এবং হেলদি ফ্যাট সমৃদ্ধ একটি সুষম আহার হিসেবে কাজ করে। তবে আপনি যদি ডায়েটে আরও বেশি প্রোটিন চান, তবে এর সঙ্গে গ্রিলড চিকেন বা পনির যোগ করতে পারেন। পুষ্টিবিদের মতে, প্রোটিনকে সাইড ডিশ হিসেবে রাখলে পাস্তার হালকা ভাব বজায় থাকে।

বাইরের জাঙ্ক ফুড বা ময়দায় ভরা পাস্তা খাওয়ার চেয়ে বাড়িতে এভাবে বানানো অনেক বেশি নিরাপদ। এই ডিশটি আপনার মেটাবলিজম বাড়াতে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

গরমে সুতির পোশাকের যত্ন নেবেন কী ভাবে?

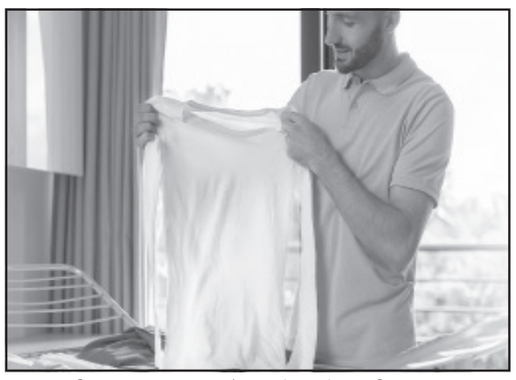

গরমের দিনের ফ্যাশন মানেই সুতির পোশাক। ফুলহাতা সুতির পোশাকে যে আরাম রয়েছে, তা অন্য ফ্যাব্রিকে পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে সুতির পোশাকের রং নষ্ট হয়ে যায় এবং ফ্যাব্রিক খুব পাতলা হয়ে যায়। সুতির কাপড় একবার কাচলেই ন্যাতা হয়ে যায়। তা আর পরার যোগ্য থাকে না। এটা ঘটে ফ্যাব্রিকের দোষে নয়, বরং কাপড় কাচার ভুলে। তাই এই গরমে শুধু ফ্যাশনের দিকে নজর দিলে চলবে না। সুতির পোশাকের যত্নও নিতে হবে সমানতালে। সুতির পোশাক ঠান্ডা না গরম জলে কাচবেন?

অনেকেই জামাকাপড় গরম জলে কাচেন। এতে নাকি পোশাক ভালো পরিষ্কার হয়। কিন্তু এই টোটকা সব ফ্যাব্রিকের ক্ষেত্রে খাটে না। সুতির পোশাক সব সময়ে ঠান্ডা জলে কাচা উচিত। ঠান্ডা জলে ডিটারজেন্ট গুলে নিন। তার মধ্যে সুতির পোশাক ভিজিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা পরে নরম হাতে থুপে কেচে নিন।

ওয়াশিং মেশিনে কি সুতির পোশাক কাচা যায়?

সুতির পোশাক বেশি খুব বেশি ঘষে না কাচাই ভালো। এই ফ্যাব্রিক অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। একটু টান লাগলেই ছিঁড়ে যায়। যদি পোশাকের লেবেলে লেখা থাকে যে সেটি মেশিনে কাচা যায়, তা হলে কাচতে পারেন। মেশিনে সুতির পোশাক কাচার সময়ে সাবানের সঙ্গে এক কাপ ভিনিগার মিশিয়ে দিন। এতে পোশাকের রং নষ্ট হবে না। সুতির কাপড় থেকে জেদি দাগ তুলবেন কী ভাবে? সুতির কাপড়ে কোনও দাগ লাগলে তা তৎক্ষণা ধুয়ে ফেলতে হবে। রেখে দিলেই জেদি দাগ কাপড়ে চেপে বসতে পারে। যেখান দাগ লাগলে তার উপর ভিনিগার দিয়ে ঘষতে পারেন। এ ছাড়া লেবুর রসে বেকিং সোডা মিশিয়ে ওই পেস্ট লাগিয়ে রাখতে পারেন। টুথব্রাশ দিয়ে ঘষলেই দাগ উধাও হবে। কড়া রোদে কি সুতির কাপড় শুকনো করতে দেওয়া যায়? সুতির কাপড় কাচার পরে রোদে শুকনো করাই ভালো। কিন্তু সরাসরি রোদে দেওয়া চলবে না। হালকা রোদ দিতে পারেন। এমন ছায়ায় পোশাক মেলে দিন যেখানে রোদ-হাওয়া খেলছে। কড়া বা সরাসরি রোদে সুতির কাপড় মেলে দিলে পোশাকের রং নষ্ট হয়ে যাবে।

বাচ্চার সামনে নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি

আসলে বাচ্চারা যখন ছোট থাকে, তখন তারা নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে না। তাদের কাছে রাগ বা কান্না হল নিজেদের প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব শিশু বকা খেলে বেশি জেদ করে, তাদের মনের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বা 'রিজেকশন' কাজ করে। তাই বকাঝকার পরেও যে আপনি তাকে ভালোবাসেন, সেই আশ্বাসটা তাকে দেওয়া দরকার।

বাচ্চাদের মন ঠিক যেন কাঁচের মতো, একটু আঘাতেই ভেঙে চুরমার। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তানের ভালোর জন্যই হয়তো আপনি তাকে সামান্য বকা দিলেন, আর তাতেই সে অভিমানে মুখ কালো করে বসে রইল। কখনও আবার সেই রাগ রূপ নেয় প্রচণ্ড জেদে। বাবা-মা হিসেবে তখন অনেকেই দ্বন্দ্বে পড়ে যান বকা দেওয়া কি তবে ভুল হল? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শাসন তো প্রয়োজন বটেই, তবে শাসনের পর বাচ্চার অভিমান ভাঙানো এবং তাকে সঠিক দিশা দেখানোটাও সমান জরুরি। আদরের সোনামণির জেদ কমিয়ে তাকে আবার হাসিখুশি করে তুলতে চাইলে আজই আপনার রুটিনে আনুন কিছু ছোট্ট বদল। কেন এই রাগ? আসলে বাচ্চারা যখন ছোট থাকে, তখন তারা নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে না। তাদের কাছে রাগ বা কান্না হল নিজেদের প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব শিশু বকা খেলে বেশি জেদ করে, তাদের মনের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বা 'রিজেকশন' কাজ করে। তাই বকাঝকার পরেও যে আপনি তাকে ভালোবাসেন, সেই আশ্বাসটা তাকে দেওয়া দরকার। কিভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন?

বাচ্চা রেগে চিৎকার করলে বা ঘ্যানঘ্যান করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনিও মেজাজ হারাবেন না। আপনি রেগে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাবে। বরং সেই মুহূর্তে চুপ থাকুন। আপনার নীরবতা তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, রাগ দেখিয়ে অন্তত আপনার মনোযোগ পাওয়া যাবে না।

"এটা করবি না" বা "ওটা এখনই রাখ" এমন সরাসরি আদেশের বদলে তার সঙ্গে আলোচনা করুন। তাকে বুঝিয়ে বলুন কেন আপনি তাকে বকা দিয়েছিলেন। শাসনের মধ্যেও যে ভালোবাসা লুকিয়ে আছে, সেটা বুঝতে পারলে বাচ্চার রাগ দ্রুত জল হয়ে যায় বলে জানাচ্ছেন মনোবিজ্ঞানীরা।

রাগ বা জেদের সময় বাচ্চাকে বকা না দিয়ে বরং শান্তভাবে কাছে টেনে নিন। আলতো করে জড়িয়ে ধরুন। শরীরের স্পর্শ মনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে। এতে বাচ্চার অস্থিরতা কমে এবং সে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে।

বাচ্চার রাগ যখন তুঙ্গে, তখন সেই বিষয়টি নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না। বরং অন্য কোনও মজার গল্প বা তার প্রিয় কোনও কাজ দিয়ে তার মনোযোগ সরিয়ে নিন। পরিস্থিতি শান্ত হলে তবেই পুরনো কথা তুলুন। মনে রাখবেন, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। আপনি যদি কথায় কথায় রাগ দেখান, তবে সেও সেটাই শিখবে। তাই বাচ্চার সামনে নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।

প্লাস্টিকের বোতল থেকে চপিংবোর্ড রান্নাঘরের এই চার ভুলে বাড়ে রোগের ঝুঁকি

শুধু খাওয়াদাওয়ার উপর নজর দিলেই কি সুস্থ থাকা যায়? চিকিৎসকেরা বলছেন, সমান নজর দিতে হবে বাসনপত্রের দিকেও। যে চপিংবোর্ডে সব্জি কাটেন, যে কড়াই রান্না করেন, যে পাত্রে খাবার রাখেন, সেগুলোও আপনার স্বাস্থ্যে সমান প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ব্যবহারে শরীরে ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি বাসা বাঁধে। তেমনই অপরিষ্কার চপিংবোর্ড ব্যবহারের জেরে সংক্রমণ ছড়ায়। সুস্থ থাকতে হলে রান্নাঘরের কোন ৪ জিনিসে নজর দেবেন, রইল টিপস।

সব্জি কাটুন সঠিক চপিংবোর্ডে

প্লাস্টিকের চপিংবোর্ড ব্যবহার না করাই ভালো। এতে সব্জির সঙ্গে মিশে যায় প্লাস্টিকের কণা। আপনার অজান্তেই শরীরে ঢুকে যায় প্লাস্টিক। তার চেয়ে কাঠের চপিংবোর্ড ব্যবহার করুন। এই চপিংবোর্ড টেকসই এবং নিরাপদ। তবে কাঠের চপিংবোর্ডে অনেক সময়ে ছত্রাক জন্মায়। সেগুলো মাছ-মাংসে লেগে যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো যদি স্টিলের চপিংবোর্ড ব্যবহার করেন। রান্না করুন স্টেনলেস স্টিলের কড়াইতে কম তেল লাগবে এই আশায় অনেকেই ননস্টিকের পাত্র ব্যবহার করেন। উচ্চ আঁচে টেফ্লনের ননস্টিক কড়াইয়ের পরত উঠে যায়। তখন পাত্রের ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশে খাবারে। আবার অনেক সময়ে পরত উঠে যাওয়ার পরেও ওই ননস্টিক প্যানে রান্না করেন। এটি আরও ক্ষতিকর। নিয়মিত রান্নার জন্য স্টেনলেস স্টিলের কড়াই-ই সবচেয়ে ভালো। পরিশুদ্ধ পানীয় জল ও জলের বোতল এই দু'টো বিষয়ের উপর জোর দেওয়া জরুরি। কলের জল নিরাপদ নয়। তাই জল পরিশোধনের যন্ত্র ব্যবহার করতেই হয়। চিকিৎসকদের মতে জল ফুটিয়ে খাওয়ার অভ্যাস-ও ভালো। এ ছাড়া অনেকে প্লাস্টিকের জলের বোতল ব্যবহার করেন। এই অভ্যাসও ভালো নয়। কাচের বোতল ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি জলের বোতল রোজ পরিষ্কার করা উচিত।

খোলা জায়গায় খাবার রেখে দেওয়া ফলের ঝুড়ি খোলাই পড়ে থাকে। আবার খাবার রান্না করে ঢাকা দিতে ভুলে যান। এই অভ্যাসেও শরীরে নানা সংক্রমণ বাসা বাঁধে। যতই ঝুড়িতে ফল রাখুন, সেটি পাতলা কাপড় বা অন্য ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। না হলে মশা-মাছি বসতে পারে। এ ছাড়া যে কোনও খাবার ঢাকা দিয়েই রাখা উচিত। এমনকী ফ্রিজের মধ্যে খাবার রাখলেও তা ঢাকা দিয়েই রাখুন। এতে খাবার নষ্ট-ও হবে না।

কোন টোটকা মানলে তীব্র গরমেও নষ্ট হবে না দই?

চৈত্র রোদ-বৃষ্টিতে কাটলেও বৈশাখে গরম পড়বে। আর গরমে সুস্থ থাকতে ভরসা দই। চিকিৎসকেরাও বলেন গরমের দিনে টকদই খেতে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি ঘরে পাতা টকদই খাওয়া যায়। শরীরকে ঠান্ডা রাখে এই খাবার। পাশাপাশি শরীরে প্রোটিন, ক্যালশিয়াম ও প্রোবায়োটিক প্রদান করে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হজমক্ষমতা বাড়ায়। গরমে দই খেলে পেটের সমস্যায় ভুগবেন না।

পুরোনো দইয়ের সাজা দিয়ে সহজেই টকদই পাতা যায়। কিন্তু সব সময়ে বাড়িতে আয়েশ করে দই খাওয়ার সুযোগ হয় না। অনেকে ঘরে পাতা দই অফিসে নিয়ে যান। আর এখানেই ঘটে বিপদ। অনেক সময়ে দই ঠিকমতো জমে না। কিংবা অফিস নিয়ে যেতে গিয়ে দই ঘেঁটে যায়। আবার অফিসে যদি ফ্রিজ না থাকে তখন দই রাখা আরও সমস্যার হয়ে যায়। এই সব সমস্যা এড়াতে কী করবেন, জেনে নিন।

১) দই জমে গেলে তা ফ্রিজে তুলে রাখুন। অফিসের জন্য বেরোনোর আগে পর্যন্ত দই ফ্রিজেই রাখুন। এতে দই অনেক ক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা থাকবে। আবার অফিসে ঢুকে দই অফিসের ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। ২) প্লাস্টিকের পাত্রে দই বসাবেন না। মাটির ভাঁড় বা পাত্র ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে কাচের পাত্রও ব্যবহার করতে পারেন। দই বসানো পাত্রটি একটি প্লাস্টিকের কৌটোর মধ্যে বসিয়ে দিন। তার মধ্যে বরফের টুকরো ফেলে দিন। কৌটোর ঢাকা আটকে দিন। এ ভাবেও দই অফিস নিয়ে যেতে পারেন। ৩) ইনসুলেটেড কৌটোতে দই ভরে নিয়ে যেতে পারেন। এতে গরমেও দই খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। ৪) যে পাত্রে টক দই বসাবেন, সেটা সমেত অফিসে নিয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে কাচের টিফিন বক্স ব্যবহার করতে পারেন। এই টোটকা কাজে লাগালে দই ঘাঁটবে না। ৫) দই বসানোর সময়েও কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। দই বসানোর সময়ে সামান্য নুন মিশিয়ে দিতে পারেন। এতে গরমে দই নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না। ৬) যে পাত্রে দই বসাবেন, সেটা পরিষ্কার এবং শুকনো হওয়া চাই। তাতে জল থাকলে বা অপরিষ্কার হলে দই ঠিকমতো বসবে না। পাশাপাশি দই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে।

অ্যালুমিনিয়াম নাকি পিতল, সুস্থ থাকতে রান্নায় কোন পাত্রটি সেরা

আধুনিক মডুলার কিচেনে অ্যালুমিনিয়ামের রমরমা থাকলেও স্বাস্থ্যের নিরিখে কেন এগিয়ে সাবেকি পিতল? রান্না থেকে চা তৈরি পিতলের বাসন ব্যবহারের ৮টি চমৎকার উপকারিতা জেনে নিন। কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? জেনে নিন, কী করবেন? হালকা এবং সস্তা হওয়ায় বর্তমানে আমাদের রান্নাঘরে অ্যালুমিনিয়ামের আধিপত্য সবথেকে বেশি। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞরা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্নার বিষয়ে বারবার সতর্ক করছেন। তাই সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনেকেই এখন ফিরে যাচ্ছেন পুরনো দিনের সাবেকি পিতলের বাসনে।

পিতল মূলত তামা এবং দস্তা বা জিঙ্কের সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি যা শরীরের জন্য অপরিহার্য। পিতলের পাত্রে খাবার বা চা তৈরি করলে এই খনিজ উপাদানগুলো সামান্য পরিমাণে খাদ্যে মিশে যায়। এটি প্রাকৃতিকভাবেই শরীরের তামা ও দস্তার ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, তামা ও দস্তা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। পিতলের পাত্রে তৈরি খাবার নিয়মিত খেলে শরীরের ইমিউন সিস্টেম অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। ফলে ছোটখাটো সংক্রমণ বা ঋতু পরিবর্তনের অসুখ থেকে শরীর দ্রুত সেরে উঠতে পারে।

পিতলের একটি অনন্য ক্ষমতা হলো এটি ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীব ধ্বংস করতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় পিতলের বাসনে খাবার অনেক বেশি জীবাণুমুক্ত ও সুরক্ষিত থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলা থাকলেও পিতল সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, পিতলের সংস্পর্শে থাকা জল বা খাবার মেটাবলিজম রেট বাড়াতে সাহায্য করে। যাঁদের প্রায়ই গ্যাস, অম্বল বা বদহজমের সমস্যা হয়, তাঁদের জন্য পিতলের বাসন আশীর্বাদস্বরূপ। এটি অন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে হজম প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিকভাবে সচল রাখতে সাহায্য করে। অ্যালুমিনিয়াম অম্লজাতীয় বা অ্যাসিডিক খাবারের সংস্পর্শে এলে এক ধরণের ক্ষতিকারক বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে। কিন্তু পিতলের পাত্রের ভেতরে টিন বা ''কলাই'' করা থাকলে এই ধরনের কোনও আশঙ্কাই থাকে না। ফলে চা বা টক জাতীয় রান্নার ক্ষেত্রেও পিতল আধুনিক অনেক ধাতুর চেয়ে বেশি নিরাপদ। পিতলের তাপ পরিবাহী ক্ষমতা চমৎকার হওয়ায় এতে রান্না করলে স্বাদ ও সুগন্ধ দীর্ঘক্ষণ অটুট থাকে। বিশেষ করে চায়ের লিকারের স্বাদ ও ঘ্রাণ পিতলের পাত্রে অনেক বেশি খোলতাই হয়। এটি খাবারকে অনেকক্ষণ গরম রাখতে পারে, ফলে বারবার গরম করার ঝামেলাও থাকে না। পিতলের সুফল পেতে হলে সবসময় এর ভেতরের স্তরে ''কলাই'' বা টিনের প্রলেপ আছে কি না তা দেখে নিন। কলাই উঠে গেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, তাই সময়মতো আবার প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়ম মেনে পিতল ব্যবহার করলে আপনার হেঁশেল হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর।

বেঙ্গল ভোট: বুথের বাইরে উত্তেজনা, ‘মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে শূন্য করব’হুমায়ুন কবীর

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা কেন্দ্রে একটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।এই ঘটনাকে ঘিরে হুমায়ুন কবীর এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ সামনে আসে।

অভিযোগ, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন আজাম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ‘দুষ্কৃতী আচরণ’-এর অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, এটি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি এবং সেখানে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় কিছু বাসিন্দার অভিযোগ, কবীরই ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি সৃষ্টি করতে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এক বাসিন্দার কথায়, “হুমায়ুন কবীর এখানে এসে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন।” ফলে ঘটনাস্থলে পরস্পরবিরোধী দাবি সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই হুমায়ুন কবীর কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “আমাকে কেউ থামাতে পারবে না পুরো মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলকে শূন্য করে দেব।” তিনি আরও দাবি করেন, এলাকায় তৃণমূলের দাপট ও দুষ্কৃতী কার্য্যকলাপ চলছে এবং তিনি রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করবেন।

তিনি বলেন, “মুর্শিদাবাদে তৃণমূল বলে কিছু থাকবে না মানুষ শান্তিতে ভোট না দেওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।” এছাড়াও তিনি ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বলেন, “৪ তারিখে পুলিশের সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে নেব।” কবীর আরও অভিযোগ করেন, তিনি আগেই প্রশাসনকে সম্ভাব্য অশান্তির কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, “গতকাল থেকেই আমি এসপিকে বলছিলাম সমস্যা হবে। তিনি বলেছিলেন এএসপি পাঠানো হবে। এএসপি ছিলেন, কিন্তু সব কিছু তাঁর সামনেই ঘটেছে।” ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়, যাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাহীনভাবে চলতে পারে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। কিছু বিচ্ছিন্ন অশান্তির ঘটনা সত্ত্বেও বহু জায়গায় সকাল থেকেই ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গেছে।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল এবং ভোটগণনা ৪ মে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলায় ‘দিদি-বোনদের’ জন্য ১০ দফা গ্যারান্টি, ভোটের পর দ্রুত সিএএ বাস্তবায়নের আশ্বাস মোদির

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে নেমে ‘দিদি-বোনদের’ জন্য ১০ দফা গ্যারান্টির ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, ভোটের পর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (ঙ্খঞ্জ) বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেওয়া হবে।

নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি বলেন, মহিলাদের সুরক্ষা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতেই এই গ্যারান্টিগুলি দেওয়া হচ্ছে। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে অভিযোগ করেন, সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ১০ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছেপ্রতিটি ব্লকে মহিলা থানা স্থাপন, বড় আকারে মহিলা পুলিশ নিয়োগ এবং এক বছরের মধ্যে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩৬,০০০ টাকা প্রদান।

এছাড়া মেয়েদের স্নাতক স্তরের পড়াশোনার জন্য ৫০,০০০ টাকা সহায়তা, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ২১,০০০ টাকা অনুদান এবং শিশুদের পুষ্টির জন্য অতিরিক্ত ৩৬, ০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

তিনি জানান, ‘সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা’র মাধ্যমে কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা হবে। স্বনির্ভরতার জন্য ‘মুদ্রা যোজনা’র আওতায় ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে এবং লক্ষাধিক মহিলাকে ‘লখপতি দিদি’ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে গরিব পরিবারগুলির বাড়ি মহিলাদের নামে নথিভুক্ত করার প্রতিশ্রুতিও দেন।

ভাষণের সময় তিনি রাজ্যের শাসক দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারকে আক্রমণ করে ‘অনুপ্রবেশ’ ইস্যুতে কড়া অবস্থান নেন। তাঁর দাবি, ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া প্রকৃত শরণার্থীদের সুরক্ষা দেওয়া হবে এবং সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করা হবে। এছাড়া প্রচারের মাঝে তাঁর ‘ঝালমুড়ি’ খাওয়া নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কটাক্ষেরও জবাব দেন মোদি। তিনি বলেন, “আমি ঝালমুড়ি খেয়েছি, আর তাতেই কিছু লোকের মাথা গরম হয়ে গেছে।” প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাগুলি রাজ্যের নির্বাচনী লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

বাংলা ভোটে কড়া নিরাপত্তা বিহার-সীমান্তে বাড়ানো নজরদারি

পাটনা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন বিহার-সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে কাটিহার জেলাকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, কাটিহার জেলায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ১১টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টে বিশেষ ‘মিরর চেকিং’ অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। প্রতিটি গাড়িকে তল্লাশি করা হচ্ছে এবং সন্দেহজনক কোনও গতিবিধি রুখতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। দুই রাজ্যের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত কার্যত সিল করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রাস্তায় নিরাপত্তারক্ষীরা টহল দিচ্ছেন এবং নজরদারি চালাচ্ছেন ২৪ ঘণ্টা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংবেদনশীল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিহার পুলিশ ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে যেসব রুট আগে মাদক পাচার বা অন্যান্য বেআইনি কাজে ব্যবহৃত হত, সেগুলিতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে যাতে কোনওরকম অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ না বাড়ে, তার জন্য নজরদারি আরও কড়া করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক দিনে সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে একাধিক চক্রের কার্য্যকলাপ ভেস্তে দেওয়া হয়েছে।

কাটিহারের পুলিশ সুপার শিখর চৌধুরী জানান, “পাশাপাশি রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিহার পুলিশ সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা গাড়িকে ছাড় দেওয়া হবে না। প্রতিটি গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই কঠোর অভিযানের ফলে চোরাচালান চক্র এবং অসামাজিক উপাদানগুলির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আগে যেসব রুট সক্রিয় ছিল, সেগুলিও এখন কঠোর নজরদারির আওতায়।

একইভাবে কিশনগঞ্জ ও পূর্ণিয়া জেলাতেও নিরাপত্তা তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত রুটে কড়া চেকিং চলছে এবং এই দুই জেলার প্রশাসনও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করছে।

ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সম্মেলনেই অংশীদারিত্বের পরবর্তী দিশা নির্ধারণ হবে: জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): চতুর্থ ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সম্মেলন ভারত ও আফ্রিকার সম্পর্কের পরবর্তী পর্যায়ের দিশা নির্ধারণ করবে বলে জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, এই অংশীদারিত্ব হবে আরও উচ্চাভিলাষী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী। বৃহস্পতিবার সম্মেলনের লোগো, থিম ও ওয়েবসাইট উন্মোচন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি। আগামী ৩১ মে নয়াদিল্লিতে ভারত আফ্রিকা ফোরাম শীর্ষ সম্মেলন জ্জঝ অনুষ্ঠিত হবে, যা আয়োজিত হচ্ছে আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশন-এর সহযোগিতায়। জয়শঙ্কর এক্স-এ পোস্ট করে জানান, ভারত-আফ্রিকা বন্ধুত্বে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন। তাঁর কথায়, এই সম্মেলন দুই পক্ষকে অভিজ্ঞতা বিনিময়, সফল উদ্যোগ ভাগ করে নেওয়া এবং অভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত ও আফ্রিকার উন্নয়ন সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচিগুলি আফ্রিকার নিজস্ব অগ্রাধিকার ও স্থানীয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে। ডিজিটাল, ফিনটেক এবং উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রে দুই পক্ষের সহযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে, যা আফ্রিকার অর্থনীতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে। বিদেশমন্ত্রী জানান, ভারত ও আফ্রিকা আন্তর্জাতিক সৌর জোট, বৈশ্বিক জৈবজ্বালানি জোট, দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো জোট এবং আন্তর্জাতিক বৃহৎ বিড়াল জোট-এর মতো আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যৌথভাবে কাজ করছে।

তিনি আফ্রিকার বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় যথাযথ প্রতিনিধিত্বের দাবিতে ভারতের সমর্থনের কথাও তুলে ধরেন। ২০২৩ সালে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি সেই সমর্থনেরই প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন তিনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, এই সম্মেলনে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা, আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশন এবং আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এর মাধ্যমে ভারত-আফ্রিকা সম্পর্ক আরও মজবুত করা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে। সম্মেলনের থিম রাখা হয়েছে “আইএ স্পিরিট: উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তরের জন্য ভারত-আফ্রিকা কৌশলগত অংশীদারিত্ব। সম্মেলনের আগে ২৯ মে ভারত-আফ্রিকা বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক এবং ২৮ মে সিনিয়র আধিকারিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দুই পক্ষের সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, যা পারস্পরিক সম্মান, সমতা, সংহতি এবং যৌথ সমৃদ্ধির ভিত্তিতে সহযোগিতা বাড়াতে সহায়ক। আসন্ন সম্মেলনটি দুই পক্ষের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও দৃঢ় করবে এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার কাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

বাংলা ভোটে অশান্তি: ‘ঘিরে ধরে গাড়ি ভাঙচুর’, অভিযোগ বিজেপি এজেন্টের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন বীরভূমের লাভপুরে বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচন এজেন্টের উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার নির্বাচন এজেন্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডল-কে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোমর গ্রামে। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, “আমি একজন নির্বাচন এজেন্ট। বুথ দখলের অভিযোগ পেয়ে যাচ্ছিলাম। ফেরার পথে আমাকে রাস্তায় ঘিরে ধরা হয়। চারদিক থেকে আক্রমণ করা হয়, গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। আমার মাথায় চোট লাগে এবং রক্তপাত হয়।” তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ নম্বর ৬৮ দখলের চেষ্টা করছিল এবং সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পরই হামলার শিকার হন তিনি।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিষয়টি নজরে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলার ঘটনায় কমিশন কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিকে মুর্শিদাবাদের নবদা বিধানসভা কেন্দ্রেও অশান্তির খবর মিলেছে। হুমায়ুন কবির-কে ঘিরে একটি ভোটকেন্দ্রের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে বচসা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তোলে। প্রথম দফায় রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। একদিকে যেমন বেশ কয়েকটি এলাকায় উচ্চ ভোটদানের হার দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হিংসা ও সংঘর্ষের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগও বাড়ছে।

বৈশাখ মাসে ভাবসা গরমে স্বস্তি দিতে বাজারে এলো রসানো আম। বৃহস্পতিবার।

দিল্লি মেয়র নির্বাচন: আপের বয়কটে বিজেপির পারভেশ ওয়াহির জয় প্রায় নিশ্চিত

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): দিল্লি মেয়র নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে পারভেশ ওয়াহি-র নাম ঘোষণা করেছে দল। বিরোধী আম আদমি পার্টি (আপ) ২৬ এপ্রিলের ভোটে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁর জয় প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে।

রোহিণী ই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওয়াহি বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ দিল্লি (এমসিডি)-তে লিডার অফ দ্য হাউস পদে রয়েছেন। উপ-মেয়র পদে বিজেপি মনোনয়ন দিয়েছে আনন্দ বিহার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনিকা পন্তকে।

দিল্লি বিজেপি সভাপতি বিরেন্দ্র সচদেবা জানিয়েছেন, হাউস লিডার এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য পদের জন্য বেগমপুরের কাউন্সিলর জয়ভগবান যাদবকে প্রার্থী করা হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়গঞ্জের কাউন্সিলর মনীশ চাড্ডাকেও স্ট্যান্ডিং কমিটির জন্য মনোনীত করা হয়েছে।২৫০ সদস্যের এমসিডিতে বিজেপির ১২৩ জন কাউন্সিলর রয়েছে, ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দলের প্রার্থীদের জয় প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এর আগে দিল্লি আপ কনভেনর সৌরভ ভরদ্বাজ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের দল মেয়র নির্বাচনে অংশ নেবে না। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিকে আরও একবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা ব্যর্থ হয়ে জনগণের কাছে নিজেদের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে।গত মেয়র নির্বাচনে বিজেপির সর্দার রাজা ইকবাল সিং মেয়র পদে জয়ী হয়েছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের মন্দীপ সিং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অন্যদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আপের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, এটি দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিকভাবে অস্বস্তি এড়ানোর প্রচেষ্টা। তাঁর মতে, দিল্লিতে আপ দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছে। ২৬ এপ্রিল মেয়র নির্বাচন ছাড়াও এমসিডির গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেঙ্গল ভোট: ক্ষমতায় এলে ‘অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা’, বার্তা অমিত শাহের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে কোনও অনুপ্রবেশকারীকে থাকতে দেওয়া হবে নাএমনই কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হুগলির বলাগড়ে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি দাবি করেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে। “প্রথম দফার ভোট প্রায় শেষ। ৪ মে দিদির খেলা শেষ হবে,” বলেন তিনি। শাহ অভিযোগ করেন, অনুপ্রবেশের কারণে রাজ্যের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং জাতীয় নিরাপত্তাও বিপন্ন হচ্ছে। তাঁর দাবি, “অনুপ্রবেশকারীরা বাংলার যুবকদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে এবং গরিবদের রেশন খাচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলেই কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।” তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-এর বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগও তোলেন। তাঁর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজের উত্তরসূরি হিসেবে অভিষেক ব্যানার্জী-কে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। শাহ আরও বলেন, আগামী দিনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন “বাংলার মাটির সন্তান”, যিনি বাংলায় শিক্ষিত এবং বিজেপির কর্মী।ভোটারদের উদ্দেশে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “কোনও ভোটারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” পাশাপাশি ২৯ এপ্রিলের দ্বিতীয় দফার ভোটে বেশি সংখ্যায় ভোটদানের জন্যও তিনি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছেপ্রথম দফায় ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোট হয়েছে, আর দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

সর্বকালের রেকর্ড

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠিত হবে। সেদিনই নির্ধারিত হবে দুই রাজ্যের পরবর্তী সরকার।

হয়েছেঃ মন্ত্রী রতন নাথ

● প্রথম পাতার পর

নেই। ২০২১ সালের আগে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের তিনটি আসন ছিল। সেখান থেকে আমরা আমাদের ভোটের শতাংশ ৭৭ শতাংশে বাড়িয়েছি এবং এই নির্বাচনে এই শতাংশ আরও বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই বার নির্বাচন স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। বেশিরভাগ এলাকায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে। কলকাতার মানুষ সব বুঝে গিয়েছেন। আগে মানুষ কলকাতায় আসতে চাইতেন, কিন্তু এখন কর্মসংস্থানের খোঁজে তাঁরা পুণে, হায়দরাবাদ ও অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমরা ‘বিকশিত ভারত’-এর কথা বলছি , আর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া তা সম্ভব নয়। তার জন্য এই রাজ্যে বিজেপিকে জিততে হবে। জবরদস্তি করে নয়, মানুষ বুঝে গিয়েছেন যে শুধু বিজেপিই পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতি আনতে পারে। এই বার কর্মচারী ও মহিলারা বিজেপিকে ভোট দেবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ কে বাঁচাতে এখন মানুষ বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন।

দাবদাহের সতর্কবার্তা জারি

● প্রথম পাতার পর

রোদে বের হওয়া এড়িয়ে চলতে, তৃষ্ণা না পেলেও পর্যাপ্ত জল এবং যতবার সম্ভব পান করতে , হালকা ওজনের, হালকা রঙের, ঢিলেঢালা এবং ছিদ্রযুক্ত সুতির কাপড় পরিধান করতে, প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করতে , ভ্রমণের সময় সাথে পানি নিয়ে যান, ওআরএস ব্যবহার করুন, ঘরে তৈরি পানীয় যেমন লস্যি, তোরানি (ভাতের পানি), লেবুর পানি, বাটার মিল্ক ইত্যাদি। শরীরকে পুনরায় হাইড্রেট করতে। এই ধরনের গরম ও আর্দ আবহাওয়ার ফলে হিটস্ট্রোক, হিট ক্র্যাম্প এবং ক্লান্তিজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়তে পারে। উচ্চ আর্দতার কারণে শরীরের ঘাম দ্রুত শুকাতে না পারায় স্বাভাবিক তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

সিলিং ভেঙ্গে পড়ল

● প্রথম পাতার পর

দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে গোটা ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

দুই স্কুটি চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই নম্বরের একাধিক যানবাহন কীভাবে রাস্তায় চলাচল করছে, তার পেছনে বড় কোনও জালিয়াতি চক্র জড়িত কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত তদন্ত সম্পূর্ণ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

হোটেল ভাঙচুর, উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

আসন সংরক্ষণ করা। যেটা ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোতে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের একটা প্রয়াস। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের ১২৮তম সংশোধনী বিল মোতাবেক সেটা উত্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর এটি ১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। নারী সংরক্ষণের এই দাবি শুধু একদিনের নয়, অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল। প্রায় দীর্ঘ তিন দশকের সংগ্রাম এটা। ১৯৯৬ এ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়ার আমলে প্রথম পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তখন সেটা পাস হয় নি। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও বিরোধীদের তরফে বারবার বাঁধা দেওয়া হয়। ২০১০ এ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সময়ে রাজ্যসভায় পাস হলেও লোকসভায় সেটা পাস হয়নি। তখন সমাজবাদী পার্টি ও আরজেডি বিরোধীতা করেছিল। এরপর ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়ে রাজ্যসভা ও লোকসভায় বিপুল ভোটে এই বিলটি পাস হয়।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, এই বিলে বলা হয়েছে যে দিল্লি বিধানসভার ক্ষেত্রেও মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ রাখতে হবে। অনুরূপভাবে এসসি এসটি সংরক্ষিত আসনেও মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ রাখতে বলা হয়েছে। আর প্রতিটি নির্বাচনের পরেই ডিলিমিটেশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই আসনগুলি রোটেশন্যাল সিট হবে। যাতে সব নির্বাচনী এলাকা থেকে মহিলারা প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। এটার মেয়াদকাল দেওয়া হয়েছে ১৫ বছর পর্যন্ত। কিন্তু সংসদ যদি চায় সেটাকে বৃদ্ধিও করতে পারে। এই আইনটি যেখানে সরাসরি নির্বাচন হবে সেখানে প্রযোজ্য। রাজ্যসভার সদস্যদের জন্য এই আইন বলবৎ না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালে এই আইন পাস হওয়ার পরেও কিছু বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তাই ২০২৬ সালে এপ্রিল মাসে আবার সংসদে পেশ হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে এটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে অনেক দেরিতে করতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে যতক্ষণ ধরে আদমশুমারি শেষ না হবে ততক্ষণ এটা লাগু করা যাবে না। কারণ বর্তমানে আদমশুমারি প্রক্রিয়া চলছে। সেই হিসেবে আরো অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তারজন্য সংশোধনীর জন্য আবার এই বিলটি আনা হয়। যাতে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এটা বাস্তবায়ন করা যায়। এনিয়ে লোকসভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিরোধীরাও আলোচনা উত্থাপন করেছেন। দেখা যায় লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮১৬ কিংবা তার বেশিও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। মূলত, পুরুষদের আসন সংখ্যা ঠিক রেখে মহিলাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই ২০২৬ সালের ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেটা সংসদে পেশ করা হয়। যা ১৩১তম সংশোধনী হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার। যা বিরোধীরা পাস হতে দেয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার, মিডিয়া ইনচার্জ সুনিত সরকার।

শিমলায় ‘জন আক্রোশ মহিলা পদযাত্রা’-য় ব্যাপক ভিড়, শক্তি প্রদর্শন বিজেপি মহিলা মোর্চার

শিমলা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): শিমলায় বিজেপি মহিলা মোর্চা আয়োজিত ‘জন আক্রোশ মহিলা পদযাত্রা’-য় ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মহিলাদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি কার্যত শক্তি প্রদর্শনে পরিণত হয়।

এই পদযাত্রায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডেইজি ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব বিন্দল, রাজ্য ইনচার্জ শ্রীকান্ত শর্মা, বিরোধী দলনেতা জয়রাম ঠাকুর এবং সহ-ইনচার্জ সঞ্জয় টন্ডন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পায়েল বৈদ্য কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ছিল একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা এই উদ্যোগকে ব্যাহত করেছে।

তিনি কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-র স্লোগান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং দাবি করেন, মহিলাদের অধিকারের প্রকৃত লড়াইয়ে কংগ্রেস পিছিয়ে গিয়েছে।

ডেইজি ঠাকুর এই বিল কার্যকর না হওয়াকে “গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দিন” বলে অভিহিত করেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস বরাবরই মহিলাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে, প্রকৃত ক্ষমতায়ন দেয়নি।

বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রশ্মি ধর সুদ বলেন, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস একসঙ্গে মহিলাদের আকাঙ্ক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তাঁর মতে, এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয় নয়, সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন।

বিধায়ক রীনা কশ্যপ অভিযোগ করেন, পদযাত্রা রুখতে প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে সোলান ও আশপাশের এলাকা থেকে আসা মহিলাদের বাস আটকে দেওয়া, দেরি করানো বা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে রাজ্য সভাপতি রাজীব বিন্দল বলেন, মহিলাদের সংরক্ষণ বিল আটকে দিয়ে কংগ্রেস দেশের প্রায় ৭০ কোটি মহিলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে গত এক দশকে মহিলাদের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষমতায়ন হয়েছে এবং এখন শাসন ব্যবস্থায় তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়ানোই পরবর্তী লক্ষ্য।

এই পদযাত্রা শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে একটি জোরালো বার্তা দিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস পালিত ভাবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে, পাঠাভ্যাস বাড়ানোর বার্তা ছাত্রছাত্রীদের

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: আজ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, প্রকাশনা শিল্পের প্রসার এবং মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই দিনটি উদযাপন করা হয়। স্পেনের লেখক ভিসেন্ত ক্লাভেল আন্দ্রেস ১৯২৩ সালে প্রথম এই দিবস পালন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো একে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়।

বিশ্বসাহিত্যের দুই মহান লেখক উইলিয়াম শেক্সপিয়র ও মিগেল দে সার্ভান্তেসের স্মরণে ২৩ এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে। বইয়ের শক্তি ও গুরুত্বকে তুলে ধরাই এই দিনের মূল উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে আগরতলার ভাবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বই পাঠে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যদের বই পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে বিশেষ বার্তা প্রদান করে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সময়ে যুবসমাজ ক্রমশ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, যার ফলে পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য বই পড়ার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বইমুখী করে তোলার লক্ষ্যে এই দিবস পালনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

উদয়পুর-সোনামুড়া চৌমুহনীতে পুলিশ সুপারের কনভয়ের ধাক্কা, আহত একাধিক

উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল: উদয়পুর-সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকায় জেলা পুলিশ সুপারের কনভয় গাড়ির ধাক্কায় একাধিক পথচারী আহত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহতদের মধ্যে ২৬ বছরের শুভময় সাহার অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কনভয়ের গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেশ কয়েকজন পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এতে একাধিক ব্যক্তি আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সকলেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শুভময় সাহার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁর ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ জনতা কনভয়ের বেপরোয়া গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা পুলিশ সুপারসহ ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কনভয়ের গাড়িগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধর্মনগরে ওভারলোডেড ডাম্পারের দৌরাত্ম্য, স্কুটির সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক ব্যক্তিক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল: শহরে ওভারলোডেড পাথর বোঝাই ডাম্পারের বেপরোয়া চলাচল দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে চলা এই ভারী যানবাহন সাধারণ মানুষের জন্য কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই পরিস্থিতি চললেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এরই মধ্যে গত ২২ এপ্রিল, বুধবার রাতে আবারও এক গুরুতর দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে আসে। পাথর বোঝাই একটি ডাম্পার এবং একটি স্কুটির মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন স্কুটি চালক হরিমোহন দেবনাথ, তাঁর বাড়ি পদ্মপুর এলাকায়।

দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে থাকেন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত ধর্মনগর দমকল দপ্তরে খবর দিলে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তর মূলত ছোট যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও ওভারলোডেড ডাম্পারগুলির বিরুদ্ধে কার্যত কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে।

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে ওভারলোডেড ডাম্পারের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালাতে হবে, নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে ভারী যান চলাচল বন্ধ করতে হবে এবং শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ভূমিকা। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত এবং কতটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বেঙ্গল ভোটে অশান্তির অভিযোগ: দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলা, দাবি সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট চলাকালীন দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী সুবেন্দু সরকারের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। এই অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “আমাদের প্রার্থী সুবেন্দু সরকারকে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছে। এখন পর্যন্ত খবর অনুযায়ী, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।” তিনি আরও জানান, হামলায় জড়িত বাকিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে। তাঁর কথায়, “নির্বাচনের পর দেখা যাবে তারা কত বড় দুষ্কৃতী।”

নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল এবং খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুইক রিঅ্যাকশন টিম (কিউআরটি) ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সাধারণত শান্তিপূর্ণ হিসেবে পরিচিত এই জেলায় এমন ঘটনা অপ্রত্যাশিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে ঘটনাটি মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসাও করেন মজুমদার।এদিকে বীরভূমের লাভপুর কেন্দ্রেও বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার নির্বাচন এজেন্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডলের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের নওদা কেন্দ্রেও অশান্তির খবর মিলেছে, যেখানে হুমায়ুন কবির-কে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে বচসা ও উত্তেজনা তৈরি হয়। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তোলে। প্রথম দফায় রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। একদিকে যেমন বেশ কিছু এলাকায় উচ্চ ভোটদানের হার দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হিংসা ও সংঘর্ষের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগও বাড়ছে।

ডুম্বুর জলাশয় ও নারকেল কুঞ্জের টানে নেপাল থেকে পর্যটক পরিবার, মুগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে

গন্ডাছড়া, ২৩ এপ্রিল: ত্রিপুরার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র ডুম্বুর জলাশয় ও তার তীরবর্তী নারকেল কুঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে এবার সুদূর নেপাল থেকে রাজ্যে ছুটে এল একটি পর্যটক পরিবার। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত এই মনোরম পর্যটনকেন্দ্র বিগত কয়েক বছরে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

জানা গেছে, নেপাল থেকে আগত ওই পর্যটক পরিবারটি প্রথমে উদয়পুরে অবস্থিত মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করেন। এরপর তারা রাজ্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্যটনস্থল যেমন নীরমহল, ছবিমুড়া ও ঊনকোটি পরিদর্শন করেন। শেষপর্যন্ত তারা গন্ডাছড়ার নারকেল কুঞ্জে এসে কয়েকদিন অবস্থান করেন।

পর্যটক পরিবারটি নারকেল কুঞ্জে রাত্রিযাপন, বনভোজন ও নৌকাবিহারের মাধ্যমে ডুম্বুর জলাশয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। বিস্তীর্ণ জলরাশি, সবুজ পাহাড়ঘেরা পরিবেশ এবং নিরিবিলি আবহে তারা মুগ্ধ হন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বছরের প্রায় সবসময়ই দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান। ডুম্বুর জলাশয় ও নারকেল কুঞ্জের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা রাজ্যের পর্যটন শিল্পের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে বলে মনে করছেন পর্যটন মহলের একাংশ।

ধর্মনগরে কংগ্রেসের ‘সংগঠন সৃজন অভিযান’, সাংবাদিক সম্মেলনে অবজারভার কে তিলোত্তমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে কংগ্রেসের সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করতে ‘সংগঠন সৃজন অভিযান’ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে জাতীয় কংগ্রেসের অবজারভার কে তিলোত্তমা এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে মজবুত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। বুথ পর্যায়ে কর্মীসংগঠন গড়ে তোলা, নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং দলীয় কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এদিন উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দিগবিজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে জেলার প্রতিটি এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ব্লক ও বুথ স্তরে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেসের একাধিক নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও গতিশীল করার বার্তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

উদ্যোক্তা সচেতনতা বাড়াতে আগরতলায় ত্রিপুরা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট হাবের রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: উদ্যোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রসারে বৃহস্পতিবার আগরতলায় ত্রিপুরা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট হাব প্রোগ্রামের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য রোড শো অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন এই রোড শোটি ইন্দ্রনগর ও জিবি বাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। রোড শোটি এমবিবি কলেজ, গোলবাজার, মোটরস্ট্যান্ড, অভয়নগরসহ একাধিক এলাকায় ঘুরে পুনরায় ত্রিপুরা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট হাবে এসে শেষ হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো উদ্যোক্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের বিকাশে সহায়তা প্রদান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ ও যুবসমাজের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও উদ্যোগের তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

এদিন রোড শো ঘিরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও সাড়া লক্ষ্য করা যায়। উদ্যোক্তা উন্নয়নে এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ধর্মনগরের কৃষ্ণপুরে ঝড়ে গাছ ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনা, বোলেরো-ই-রিকশা ক্ষতিগ্রস্ত, আহত একাধিক

ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কৃষ্ণপুর এলাকায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। রয়েল ধাবার নিকটে হঠাৎ একটি বহু পুরাতন গাছ ভেঙে সড়কের উপর পড়ে, আর সেই সময় রাস্তায় থাকা একাধিক গাড়ির উপর আছড়ে পড়ে যায়। বুধবার রাতের কালবৈশাখী ঝড়ে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থলে একটি বোলেরো, একটি স্কোরপিও এবং একটি ই-রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকাই ভেঙে পড়া গাছটি সরাসরি বোলেরো ও ই-রিকশার উপর পড়ে। এতে বোলেরো গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ই-রিকশাটি উল্টে যায়। যাত্রীসহ বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হন।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন অনিতা নাথ, চন্দনা নাথ, অনিমা নাথ, অভিজিত দাস, কার্তিক দাস, বিজন নাথ এবং বিষ্ণু দেব। তাদের বাড়ি উপ্তাখালি, বটরশি ও চন্দ্রপুর এলাকায় বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন এবং ধর্মনগর দমকল দপ্তরে খবর দেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে আহতরা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর মহকুমার মহকুমাশাসক দেবযানী চৌধুরী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বুধবার রাতেই পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। তিনি জরুরি ভিত্তিতে সড়কের উপর পড়ে থাকা গাছ কেটে সরানোর ব্যবস্থা করেন। পরে তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তহশিলদারসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা তদন্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অতিরিক্ত অনুদানের ব্যবস্থা করবেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, যদিও বাকিদের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

উল্লেখ্য, এই ঝড়-বৃষ্টির জেরে ধর্মনগরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

পাচারকালে আটক গাড়ি, উদ্ধার ফ্লিপকার্টের বিপুল সামগ্রীবিশালগড়ে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ এপ্রিল: অবৈধভাবে ফ্লিপকার্ট অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি গাড়িসহ বিপুল পরিমাণ পণ্য আটক করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন আগে জাঙ্গালিয়া এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্লিপকার্ট অফিসে ডেলিভারি কর্মীরা একত্রিত হয়ে শাটার ডাউন কর্মসূচি পালন করেন। তাদের অভিযোগ ছিল, অফিসের কিছু কর্তাব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে পণ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে পুলিশ ও কাস্টমস দপ্তর তদন্তে নামে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ফ্লিপকার্ট অ্যাপের মাধ্যমে ভুয়া একাধিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে লক্ষাধিক টাকার সাবান, শ্যাম্পু-সহ বিভিন্ন পণ্য অর্ডার করা হতো। এরপর সেই পণ্যগুলি গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হতো। এই চক্রে অফিসের ম্যানেজার বিমল লোদ, এরিয়া ম্যানেজার বাপি চক্রবর্তী এবং দীপঙ্কর দেবনাথ জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রের খবর, পাচারের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রায় ২০ হাজার টাকায় একটি কাগজপত্রবিহীন মালবাহী গাড়ি কেনা হয় এবং তাতে ভুয়া নম্বরপ্লেট লাগানো হয়। গাড়ির নম্বরপ্লেটের সঙ্গে বডি ও ইঞ্জিনের কোনো মিল নেই বলেও জানা গেছে। জাঙ্গালিয়া অফিস থেকে পণ্য প্রথমে রাস্তারমাথা এলাকার একটি অফিসে পাঠানো হতো, সেখান থেকে বক্সনগর হয়ে সোনামুড়া সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হতো।

বুধবার রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ ওই গাড়িটিকে আটক করে। গাড়িতে থাকা বিপুল পরিমাণ ফ্লিপকার্টের পণ্যও উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাঝে মাঝে এই গাড়িতে মাদকদ্রব্যও পাচার করা হতো বলে সন্দেহ রয়েছে।

ঘটনার পর রাতে সোনামুড়া এলাকা থেকে কয়েকজন ব্যক্তি থানায় এসে আটক গাড়ি ও পণ্য ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনার পর পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত জোরদার করেছে পুলিশ ও কাস্টমস দপ্তর। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়ে এখন নজর রয়েছে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

গ্রীষ্মের দাবদাহে স্বাস্থ্য সচেতনতায় মহিলা কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগ

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পালন করে থাকে উইমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিট। তারই অংশ হিসেবে আজ এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে সৃষ্ট নানা স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। শ্বাসকষ্ট, এলার্জি, পেটের অসুখ, জন্ডিস, কালোজ্বর, ত্বকে ঘাঁশসহ বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরে পথচারীদের হাতে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবীরা জানান, সুস্বাস্থ্যই মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তিএই বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

সমগ্র কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে ছিলেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য।

লায়ন্স ক্লাব আগরতলার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচি, পরিবেশ সংরক্ষণে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: লায়ন্স ক্লাব আগরতলা, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২২জি-এর উদ্যোগে “লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট সার্ভিস উইক”-এর অংশ হিসেবে খয়েরপুর বণিক্য চৌমুহনীস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার রোডে এক বিশেষ সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১৫০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়। পাশাপাশি গোশালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং গোমাতাকে খাদ্য প্রদান করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রাণী কল্যাণের প্রতি সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব আগরতলার সভাপতি যীশু সাহা, সম্পাদক কিশোর মজুমদার এবং কোষাধ্যক্ষ কল্লোল দত্তসহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কর্মসূচিকে সফল করে তোলেন।

লায়ন্স ক্লাব আগরতলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের পরিবেশবান্ধব ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। আগামী দিনে বৃহত্তর পরিসরে বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং পশু কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানানো হয়।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মান্দাইয়ে জেলা শাসকের নেতৃত্বে প্রশাসনিক টিম, স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পশ্চিম জেলার মান্দাই এলাকায় যৌথভাবে পরিদর্শনে গেল জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের একটি উচ্চপর্যায়ের টিম। বৃহস্পতিবার এই টিমের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার।

উল্লেখ্য, এডিসি নির্বাচনোত্তর সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা ইতিমধ্যেই উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে তিনি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার মান্দাই এলাকায় সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে যান প্রশাসনিক টিম। জেলা শাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, পশ্চিম জেলা রুরাল-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের দশম ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন জেলা শাসক মান্দাই ব্লকের আধিকারিক, স্থানীয় প্রশাসন ও মান্দাই থানার ওসির সঙ্গে বৈঠক করে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

সংবাদ মাধ্যমকে জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার জানান, স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা অবগত হয়েছেন। তিনি বলেন, ভোট গণনার পর যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে। পাশাপাশি যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।

সব মিলিয়ে এডিসি এলাকাগুলিতে শান্তি ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন তৎপর রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

খেলাধুলা

দাম কমেছে ১৬ কোটি, খেলারও সুযোগ পাচ্ছেন না, কেকেআর ছেড়ে কোহলিদের বেঙ্গালুরুতে যোগ দেওয়ার পর মুখ খুললেন বেঙ্কটেশ

পাঁচ বছর আগে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে কেকেআর ২৩.৭৫ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছিল। সেই আস্থার দাম রাখতে পারেননি। কেকেআরও তাঁকে ধরে রাখেনি। অনেক কম দামে তিনি গত বছর যোগ দিয়েছেন বেঙ্গালুরুতে। ম্যাচও খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। সেই বেঙ্কটেশ আয়ারের মুখে আবার শোনা গেল কেকেআরের কথা।

চেন্নাই ম্যাচের আগে বেঙ্কটেশ বলেছেন, "পেশাদার হিসাবে যে দলে খেলার সুযোগ পাব সেখানেই মানিয়ে নিতে হবে। বেশ কিছুটা সময় কেকেআরে কাটিয়েছি। তাই ওদের প্রতি এখনও যে আবেগের কোনও জায়গা নেই এটা বললে অসত্য বলা হবে।"

বেঙ্কটেশ যোগ করেছেন, "পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে এটাই মেনে নিতে হবে। নিলামে গেলে যে কোনও দলের হয়ে খেলার জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমি আরসিবি-তে খেলতে পেরে খুশি। কে চাইবে না এমন সুযোগ? সমর্থক, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের মতো পরিবেশ, ক্রিকেটের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করার অনুভূতি সকলেই পেতে চাইবে। অধিনায়কের মতো একজন প্রিয় বন্ধু রয়েছে আমার। তাই পরের সুযোগের অপেক্ষায় এখন থেকেই মুখিয়ে রয়েছি।"

চলতি আইপিএলে মাত্র এক বারই খেলেছেন বেঙ্কটেশ। সেটাও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে। সুযোগ না পাওয়ার হতাশা থাকলেও বিষয়টি মেনে নিয়েছেন বেঙ্কটেশ। বলেছেন, "না খেলার ব্যাপারটা মাথায় রয়েছেই। সাধারণত মাঠের বাইরে বেশি সময় কাটাই না। ঠিক আছে। এটা পেশাদার খেলা। আমি ব্যক্তির আগে দলকে রাখি। দলের জন্য বাইরে বসে থাকতে হলে আপত্তি নেই। আরসিবি চ্যাম্পিয়ন দল। যে দল ট্রফি জিতিয়েছে সে দলে বদল করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দলে ভারসাম্য বুঝে নিয়েছি। কী ভূমিকা পালন করতে পারি জানি। বাইরে বসে আছি মানেই দলের পরিকল্পনায় নেই এমনটা নয়।"

নতুন বাজারে মর্ডান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শুভ উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, জম্পুইজলা।। গ্রামীণ শিশুদের জন্য খুলল ইংরেজি শিক্ষার দরজা, বৃহস্পতিবার সোনামুড়া মহকুমার নতুন বাজারে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হলো "মর্ডান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কাঁঠালিয়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক শম্ভু চরণ দেববর্মা, মনারচক নেপকোর ছঞ্জঞ্জ গৌতম কুমার গগৈ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মোস্তফা কামাল সহ স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। স্কুলের চেয়ারম্যান মাওলানা ড. জাকিরুল হক জানান গ্রামীণ এলাকার শিশুরা যাতে কম খরচে উন্নত মানের ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা পায়, সেটাই এই স্কুলের মূল লক্ষ্য। শহরে গিয়ে পড়ার সামর্থ্য নেই এমন পরিবারের ছেলেমেয়েরা এবার নিজের এলাকাতেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। সকলের সার্বিক সহযোগিতা চাইলেন ড. জাহিরুল।

আধুনিক ক্লাসরুম, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং খেলাধুলার সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে স্কুলে। আমন্ত্রিত অতিথি এবং স্থানীয় অভিভাবকরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা, এই স্কুল গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়তে বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

কসমোপলিটন-কে নক আউট করে ব্লাডমাউথ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ সেমিফাইনালে। শক্তিশালী কসমোপলিটন ক্লাবকে নক আউট করে ব্লাড মাউথ ক্লাব শেষ চারে উন্নীত হয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব ২৮ রানের ব্যবধানে কসমোপলিটন ক্লাবকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আনন্দ ভৌমিকের ৬১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। আনন্দ ৩৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৬১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ওপেনার শ্রীদাম পালের ১৬ বলে ৪০ রান, অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিংয়ের ১৫ বলে ২৫ রান বেশ উল্লেখের দাবি রাখে। কসমোপলিটন ক্লাবের শাহরুখ হোশেন ৪৪ রানে তিনটি এবং অমরেশ দাস ২১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া, দানবীর সিং, অর্কজিত রায় পেয়েছে একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব এর ব্যাটার্সরা অন্তিম ওভার পর্যন্ত খেলে ১৬৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে ওপেনার তন্ময় দাস ২৮ বল খেলে চারটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, অধিনায়ক বাবুল দে পেয়েছিল ৪৫ রান ২৯ বল খেলে, তিনটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি মেরে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং ২৬ রানের বিনিময়ে একাই চারটি উইকেট দখল করে কসমোপলিটনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাশাপাশি দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, বালকেশ যাদব ও অমিত আলি দুটি করে এবং সঞ্জয় মজুমদার ও বাতসাল সিং একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

চোট সারিয়ে ফিরেই গোল এমবাপের

আলাভেসকে হারিয়ে লিগের লড়াইয়ে বার্সার ঠিক পিছনে রিয়াল মাদ্রিদ

ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ গোল করেছিলেন। তার পর চোটে বেশ কিছু দিন খেলতে পারেননি। চোট সারিয়ে ফিরে আবার গোলে ফিরলেন কিলিয়ান এমবাপে। গোল করলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়রও। তাঁদের গোলে আলাভেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। পর পর দু'ম্যাচ অধরা থাকার পর আবার জিতল রিয়াল।

৩০ মিনিটের মাথায় রিয়ালকে এগিয়ে দেন এমবাপে। বক্সের বাইরে থেকে শট মারেন তিনি। ডিফেন্ডারের পায়ে লাগায় বল দিক পরিবর্তন করে। ফলে আলাভেসের গোলরক্ষক আন্তোনিয়ো সিভেরার কিছু করার ছিল না। আলাভেসের হয়ে সমতা প্রায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন টনি মার্তিনেস। কিন্তু তাঁর শট পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে ৫০ মিনিটের মাথায় প্রায় ২৫ হজ দূর থেকে গোল করেন ভিনিসিয়াস। ব্রাহিম দিয়াজ দলের তৃতীয় গোল প্রায় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর হেড গোললাইন সেভ হয়। সংযুক্তি সময়ে এক গোল শোধ করেন মার্তিনেস। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। হেরে মাঠ ছাড়ে আলাভেস।

এই জয়ের পর ৩২ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদের। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। শীর্ষে বার্সেলোনা। ৩১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৭৯। অর্থাৎ, আপাতত ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল। কিন্তু বুধবার বার্সা যদি সেল্টা ভিগোকে হারায় তা হলে ব্যবধান ৯ পয়েন্ট হয়ে যাবে। বার্সার ম্যাচের পর দু'দলের কাছে ছ'টি ম্যাচ থাকবে। তার মধ্যে রিয়ালের পক্ষে বার্সাকে টপকানো কঠিন। কিন্তু লড়াইয়ে রয়েছেন এমবাপেরা।

অরুণাচল প্রদেশকে হারিয়ে মনিপুরও সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে মনিপুর। হারিয়েছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে শক্তিশালী অরুণাচল প্রদেশ টিমকে। খেলা বিসিসিআই এর উদ্যোগে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশ ও মনিপুর পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। গুয়াহাটিতে জাজেস ফিল্ডে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে অরুনাচল প্রদেশ নির্ধারিত ৩৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মনিপুর ২২ ওভার ২ বল খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের লাইট্রাম কল্পনা দেবীর ২৪ রান এবং মারবি মাইব্রামের ২১ রান উল্লেখ করার মতো। অরুণাচলের যামিনী সিং ২৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। অরুণাচলের সৌম্য মৌর্য সর্বাধিক ২২ স্নান পেয়েছিল। মনিপুরের ইউমাম ইছাপামু দেবী ১৩ রানে তিনটি, লাইস্রাম লিনথৌ ছানু ১৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিলেন। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ইমাম ইছাপামু দেবীকে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ক্রিকেটে হার্ভে-কে বিদায় জানিয়ে শতদল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় শতদল সংঘের। হেরে বিদায় হার্ভে ক্লাবের। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে হার্ভে কে ৪২ রানের বড় ব্যবধানে নক আউট করে শতদল সংঘ দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে সেমিফাইনালে খেলার টিকিট অর্জন করে নিয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের খেলা। বেলা একটায় টিআইটি গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায় এবং তা দুর্দান্তভাবে কাজে লাগায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে শতদল সংঘ ২২৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেব বার্নালের ৭৬ রান এবং ঔংকার যাদবের ৭৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। দেব ৪৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করে। ঔঙ্কার ৩৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৭৫ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ওপেনার অধিনায়ক ভিকি সাহার ১৪ বলে তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ২৪ রান বেশ উল্লেখের দাবি রাখে। হার্ভে ক্লাবের রানা দত্ত, আকাশ যাদব ও শুভম ঘোষ প্রত্যেকের দুটি করে উইকেট পেয়েছে। প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাবের ব্যাটার্সরা ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার অনুরাগ রঘুবংশীর ২২ বলে ৪৮ রান, স্বরাব সাহানীর ২৫ বলে ৩৮ রান এবং অধিনায়ক অর্কপ্রভ সিংহার ২৪ বলে ২৭ রান এবং রানা দত্তের ১৫ বলে ২৫ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল। শতদল সংঘের নিরঞ্জন শর্মা ও দেবরাজ দে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া, ভিকি সাহা, চিরঞ্জিত পাল ও অর্জুন দেবনাথ পেয়েছিল একটি করে উইকেট। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ঔংকার যাদব পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিশ্বকাপে ইরানের খেলা নিয়ে আবার অনিশ্চয়তা নতুন করে বেঁকে বসল পশ্চিম এশিয়ার দেশ

আগামী ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা। ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে না পারলে, আমেরিকায় দল না-ও পাঠাতে পারে ইরান। সে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক সব কিছু খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ সামরিক অভিযান শুরু করে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। পাল্টা জবাব দিতে শুরু করে ইরানও। সেই থেকেই পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি উত্তপ্ত। আমেরিকা-ইরান সম্পর্কও তলানিতে ঠেকেছে। এই মুহূর্তে সংঘর্ষ বিরতি চললেও প্রথম দফার আলোচনা ভেস্তে গিয়েছে। উত্তেজনা রয়েছে হরমুজ প্রণালীতে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকায় দল পাঠানো নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে ইরান প্রশাসন।

দোনিয়ামালি বলেছেন, "আমরা আলোচনা করছি বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে। ফুটবল দলের সঙ্গেও কথা বলছি। এ জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি। কমিটির সদস্যেরা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ফুটবল দলকে প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলেও যাতে সমস্যা না হয়। সব কিছুই নির্ভর করবে নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। সব দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেছেন, "শেষ পর্যন্ত আমরা যদি বিশ্বকাপ খেলি, তা হলে ভাল ভাবেই খেলব। ফুটবল মাঠে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেব। তার জন্য সব রকম প্রস্তুতি নিচ্ছে দল। তা-ও বলব, আমাদের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নির্ভর করছে সরকার এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর।"

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছু দিন আগে সমাজমাধ্যমে লেখেন, "বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।" তার জবাবে ইরানের ফুটবল দলের পক্ষে বলা হয়েছিল, "বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা হলেই ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।"

এশিয়ার অন্যতম সেরা দল হিসাবে গত বছর বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইরান। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি তাদের খেলার কথা লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সিয়াটেলে।

ডাগআউটে বসেও ম্যাচ জেতাচ্ছেন রোহিত! শর্মার এক মন্ত্রেই সাফল্যের সরণিতে ফিরেছেন, জানালেন তিলক

আইপিএলে আগের ম্যাচে গুজরাতের বিরুদ্ধে শতরান করে মুম্বইকে জিতিয়েছেন তিলক বর্মা। বৃহস্পতিবার চেন্নাই ম্যাচেও নজর থাকবে তাঁর দিকে। তবে তিলক চাপ নিচ্ছেন না। তিনি জানিয়েছেন, রোহিত শর্মার একটি মন্ত্রই তাঁকে সাফল্যে ফিরতে সাহায্য করেছে।

চোটের কারণে আগের ম্যাচে খেলতে পারেননি রোহিত। কিন্তু ডাগআউটে বসেও তাঁর মন্ত্র উদ্বুদ্ধ করছে ক্রিকেটারদের। চেন্নাই ম্যাচের আগে তিলক বলেছেন, "আমি রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলল, ১৫-২০ দেখে খেলতে। তা হলে আমি বুঝতে পারব কী করতে পারি। রোহিত ভাই বলেছিল, 'তুমি ১৫ বল খেলতে পারলেই লোকে বুঝে যাবে কী করতে পারো। ম্যাচের পরিস্থিতি বা অন্য কিছুর কথা ভেবোই না। শুধু ১৫টা বল খেলো। তার পর দেখা যাবে কী হয়'।"

তিলক যোগ করেন, "ওই কথাতেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে যাই। ভেবেই নিয়েছিলাম ১৫টা বল খেলব। তার পর যা হবে দেখা যাবে। তাই ১৫টা বল খেলার পর আপনা আপনিই মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। বুঝে গিয়েছিলাম এ বার চালিয়ে খেলতে পারব।"

মরসুমের প্রথম পাঁচ ম্যাচে মাত্র ৪৩ রান করেন তিলক। তবে রানের খরা নিয়ে চাপ নেননি তিনি। তিলকের কথায়, "দুটো ম্যাচে ক্রিজে খুব বেশি সময় কাটাতে পারিনি। শুরু থেকেই চালাতে হত। কখনও সখনও সব কিছু নিজের পক্ষে যায় না। আউটও হতে হয়। তাই ফর্ম নেই বলে নিজেকে চাপে ফেলিনি।"

তিলকের মতে, তাঁর মতো সূর্যকুমার যাদবও খুব দ্রুত ফর্মে ফিরবেন। তিলক বলেন, "সূর্য ভাই ফর্মে নেই এটা বলব না। ভাল ব্যাট করছে। ওর শটগুলো দেখলেই বুঝবেন ব্যাটের মাঝখান দিয়ে মারছে। ফর্মেই আছে। শুধু দেখতে হবে কোন ইনিংসে ওর আসল রূপটা দেখা যায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও এটাই হয়েছিল।"

বিলোনিয়া আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অবশেষে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল বিদ্যাপীঠ স্কুল। টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে ঋষ্যমুখকে হারিয়ে রানার্স হলো আই সি নগর। বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হয় আই সি নগর ও ঋষ্যমুখ। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে এদিন ঋষ্যমুখকে ৪৮ রানে পরাজিত করে আইসি নগর। সকালে জয়ী দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৭ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ১৫৪ রান।

মূলত ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফারুক মিয়ার মারমুখি ৮৮ রানের সাহায্যেই ইনিংসে লড়াই করার মত রান তুলতে সক্ষম হয় আইসি নগর। এছাড়া ব্যাট হাতে নিয়ে মিডিল ওর্ডারে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে কৌশিক মজুমদার। ইনিংসে কৌশিক এর সংগ্রহীত রান ১৮। ঋষ্যমুখের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে সর্বোচ্চ দুটি উইকেট পেল শুভদীপ বৈদ্য।। জবাবে জয়ের জন্য ১৫৫ রানের টার্গেট নিয়ে ঋষ্যমুখ ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে আটজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে ১০৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। তবে পরাজিত দলের তপন ঘোষ(৩৩), দ্বীপরাজ মজুমদার (১৫) ও সুজন ভৌমিক (২৪) ব্যাট হাতে নিয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও তাদের যাবতীয় চেষ্টাকে বিফলের দিকে ঠেলে দেয় আই সি নগরের বোলাররা। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে কৌশিক ভৌমিক তিনটি এবং দুটি করে উইকেট পেল পূর্ণ মুন্ডা ও সুমন মজুমদার।

সাদা বলের বিশ্বকাপ নয়, আসল লক্ষ্য লাল বলের বিশ্বকাপ! বোর্ড চাইছে, বুমরাহকে ন'টি টেস্টে খেলাতে

সাদা বলের ক্রিকেটে যতই ভারতের আধিপত্য থাকুক, লাল বলের ক্রিকেটে ভারত ধারাবাহিক ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা অত্যন্ত কঠিন এই মুহূর্তে ষষ্ঠ স্থানে থাকা ভারতের কাছে। তাই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড চাইছে, বাকি সব টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে খেলাতে। চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি করে টেস্ট খেলবে ভারত।

এরপর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ রয়েছে। এই ন'টি টেস্টে ভাল খেলে ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে ভারতীয় দল। দলীয় ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকেরা আগামী বছরের এক দিনের বিশ্বকাপের দিকে নজর রাখলেও, এই মুহূর্তে বোর্ডের প্রধান লক্ষ্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে বুমরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছেন। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' সংবাদপত্রকে বিসিসিআই-এর একটি সূত্র জানিয়েছেন, "চেষ্টা করা হচ্ছে বুমরাহকে সবকটা টেস্ট খেলার জন্য ফিট রাখার। আশা করা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা ও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারটে টেস্টেই বুমরাহ খেলবে। তবে বড় চ্যালেঞ্জ হবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ টেস্টের জন্য ওকে সতেজ রাখা। দরকার হলে কয়েকটা এক দিনের সিরিজে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।" আইপিএল শেষ হলেই রয়েছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট ম্যাচ। এই টেস্ট বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত নয়। তাই এই ম্যাচেও ভারতের প্রথম সারির বেশ কয়েক জন ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে।

নর্থইস্ট রাইজিং কাপ : অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসাম শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে আসাম। হারিয়েছে দুর্বল প্রতিপক্ষ নাগাল্যান্ডকে। এটি আসামের পক্ষে গ্রুপ লীগ পর্যায়ে টানা তৃতীয় জয়। জয়ের এই হ্যাটট্রিকের সুবাদে আসামের মেয়েরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে নর্থইস্ট রাইজিং কাপের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। গুয়াহাটির ফালাঙে একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে নাগাল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ২৭ ওভার ১ বল খেলে মাত্র ২৫ রানে ইনিংস শেষ করে ফেলে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আসাম ১৪ বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী আসামের নৌসিন আফ্রা অঞ্জুম বিনা রানে এবং কঙ্কনা বৈশ্য চার রানের বিনিময়ে তিনটি করে উইকেট দখল করে। ঈশিতা চন্দ ও পিংকি গোয়ালা পেয়েছে দুটি করে উইকেট। ব্যাটিংয়ে আরাধ্যা দত্তের অপরাজিত ২২ রান দলকে জয় এনে দেয়।

স্রেফ টাকার জন্য রোহিত-কোহলিদের খুন করে দিচ্ছে! বিসিসিআইকে তোপ ললিত মোদির

ক্রিকেটারদের খুন করে দিচ্ছে বিসিসিআই! বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ললিত মোদি। তাঁর কথায়, ক্রিকেটারদের অহেতুক বেশি ম্যাচে খেলানো হচ্ছে। তাঁদের বিশ্রাম বা শারীরিক অবস্থার কথা মোটেই ভাবছে না বোর্ড। বেশি পয়সা কামানোর লোভে ক্রিকেটারদের উপর ক্রিকেটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে বিসিসিআই, বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। ললিতের মতে, অর্থ উপার্জনের জন্য এতখানি নির্মম হওয়া মোটেও উচিত নয় বোর্ডের।

ঠিক কী বলেছেন ললিত মোদি? আসলে ঠাসা ক্রীড়াসূচি নিয়ে ঘনিষ্ঠমহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। আগামী ৩১ মে আইপিএল শেষ হচ্ছে। তারপর ৬ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট। অর্থাৎ বিশ্রামের সময়টুকু পাবেন না ক্রিকেটাররা। গম্ভীরের অসন্তোষ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হতেই মুখ খুলেছেন ললিত। তাঁর কথায়, 'বিসিসিআই তো ক্রিকেটারদের হত্যা করছে। এরকম অসম্ভব ক্রীড়াসূচির মধ্যে ছেলেগুলোকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ওদের তো একটু বিশ্রাম দরকার, পরিবারের সময় কাটানো দরকার।' এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'বিসিসিআইয়ের তো অর্থের প্রয়োজন নেই। আমি বার্ষিক আয়ের এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছি যা দেখে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব ঈর্ষা করে। তাই বোর্ডের কুর্সিতে বসে অর্থের চিন্তা করতে হবে না। প্রত্যেকের ভালো হবে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। ক্রিকেটারদের সুস্থ এবং ভালো থাকাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। তাঁদের বেশি করে ম্যাচ খেলিয়ে ক্লান্ত করে দেবেন না।' উল্লেখ্য, টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলও জানিয়েছিলেন, অন্তত ২ সপ্তাহ অনুশীলনের পর টেস্ট সিরিজ খেলতে নামা উচিত। কিন্তু সেকথায় গুরুত্ব দেয়নি বোর্ড।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগে আইপিএলের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ললিত মোদি। বলেছিলেন, "২০৩০ সালের মধ্যে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে আইপিএল। আমার মনে হয়, বছরে একেকজনের রোজগার ১০০ কোটি টাকায় পৌঁছে যাবে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিসিসিআইয়ের আয়ও বাড়বে।" সেকথা মনে করিয়ে দিয়েই ললিতের সতর্কবার্তা, অর্থ উপার্জনের জন্য বিসিসিআইয়ের কাছে আইপিএল রয়েছে। তাই ক্রিকেটারদের স্বার্থেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ কমানোর কথা ভাবা উচিত বোর্ডের।

যুবরাজনগরে নালা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, কাগুজে কাজ দেখিয়ে অর্থ তছরুপের আশঙ্কাক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার যুবরাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত পশ্চিম তিনথৈ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে নালা নির্মাণকে ঘিরে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সাইনবোর্ডে উল্লেখিত তথ্য এবং বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক ধরা পড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ অনুযায়ী, অমর নাথের বাড়ি থেকে চূড়ামণি নাথের বাড়ি পর্যন্ত নালা নির্মাণের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৪৮ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি ২৯০ দিনেরও বেশি শ্রমদিবসের হিসাব সাইনবোর্ডে উল্লেখ থাকলেও স্থানীয় রেগা শ্রমিকদের দাবি, গত এক দশকে এই প্রকল্পে একজন শ্রমিকও কাজ করেননি। ফলে কাগজে-কলমে কাজ দেখিয়ে সরকারি অর্থ তছরুপের আশঙ্কা প্রবল হয়েছে।

বুধবার ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের নজরে আনেন। অভিযোগ শুনে তিনি সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করেন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, "এটি শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বৃহত্তর দুর্নীতির ইঙ্গিত। রাজ্যের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে এ ধরনের অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ পাচ্ছি। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে কিছু অসাধু ব্যক্তি সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করছে।"

তিনি আরও জানান, এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন এবং দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এদিকে, স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে কাগুজে কাজ দেখিয়ে অর্থ তছরুপ করা হচ্ছে। তবে এবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জোরদার হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে তা শুধুমাত্র একটি পঞ্চায়েতের ঘটনা নয়, বরং রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দেবে। এখন নজর প্রশাসনের দিকেতারা কত দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত সম্পন্ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আশঙ্কাজনক যুবক

ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার মহেশপুর চা বাগান এলাকায় তিনতলা একটি ভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক যুবক। আহত যুবকের নাম অজয় গৌড় (২৭)।

জানা গেছে, রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তিনি ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর জখম হন। ঘটনায় তার মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে, পাশাপাশি হাত ও কাঁধেও গুরুতর চোট রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

পরিবারের সদস্যরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বজেন্দ্রনগর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এদিকে, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কীভাবে তিনি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলেন বা পড়ে গেলেন সে বিষয়ে তারা স্পষ্ট কিছু জানেন না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দরিদ্র কলেজছাত্রীর পাশে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি, খাদ্যসামগ্রী ও যাতায়াত খরচের দায়িত্ব নিলেন

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল; মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। মেলাঘর পৌর পরিষদের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ নগর এলাকার এক হতদরিদ্র পরিবারের কলেজপড়ুয়া কন্যা সুমিত্রা দত্তের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তার হাত বাড়ালেন তিনি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে থানার কাজ শেষ করে সরাসরি ওই ছাত্রীর বাড়িতে পৌঁছান ওসি। যদিও সে সময় সুমিত্রা কলেজে থাকায় তার সঙ্গে দেখা হয়নি। পরে তার শয্যাশায়ী পিতা স্বপন দত্ত ও মা কাজল দত্তের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই মাস আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে স্বপন দত্তের শরীরের একটি অংশ অকেজো হয়ে পড়ে। পেশায় রাজমিস্ত্রির যোগালি হওয়ায় তার ওপরই নির্ভর করত সংসারের রোজগার। অসুস্থতার পর থেকে সেই আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়ে পরিবারটি। অনেক সময় উপোস থাকতে হচ্ছে বলেও জানান পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, সুমিত্রা দত্ত উদয়পুর কলেজে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়ছে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে তার কলেজে যাতায়াত পর্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অনেক সময় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার করে ভাড়া জোগাড় করতে হচ্ছে। চিকিৎসার অভাবে পিতার অবস্থাও দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি এই পরিবারের দুরবস্থার খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই বিষয়টি নজরে আসে ওসি অজিত দেববর্মার। এরপরই তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে এক মাসের খাদ্যসামগ্রীডিম, তেল, নুন, বিস্কুট, আলু, সয়াবিন, মুড়ি, সাবান, পেঁয়াজ ইত্যাদি তুলে দেন। পাশাপাশি সুমিত্রার এক বছরের যাতায়াত খরচও তার মায়ের হাতে তুলে দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওসি জানান, খবরটি দেখে আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতে মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে তার পড়াশোনার ক্ষেত্রেও আমি সহযোগিতা করব। ওসির এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা মেলাঘরবাসী। এলাকার মানুষের কথায়, মানুষ মানুষের জন্যএই কথাটির বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এর আগেও বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি একাধিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করেছেন। তার এই মানবিক উদ্যোগে ব্যাপক প্রশংসার ঝড় উঠেছে এলাকায়।

বিশালগড়ে স্টেট ব্যাঙ্ক শাখায় গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ, পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

বিশালগড়, ২৩ এপ্রিল: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর বিশালগড় শাখায় গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষের অভিযোগ উঠছে। স্থানীয় গ্রাহকদের দাবি, ব্যাংকের অব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের আচরণের কারণে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায়শই একটি মাত্র কাউন্টার দিয়ে টাকা জমা ও তোলার কাজ চালানো হয়। ফলে গ্রাহকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রবীণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবারও একই চিত্র দেখা যায় বলে জানান গ্রাহকরা।

এছাড়াও, ব্যাংকের এটিএম পরিষেবার বেহাল দশা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। ব্যাংকের নিচে থাকা দুটি এটিএম প্রায় মাসের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ। সাময়িকভাবে চালু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই আবার বিকল হয়ে পড়ে, ফলে গ্রাহকদের ভোগান্তি বাড়ছে। গ্রাহকদের একাংশের অভিযোগ, ব্যাংকের কিছু কর্মচারীর দুর্ব্যবহার ও অবহেলার শিকার হতে হয় তাঁদের। প্রতিবাদ জানাতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীর দুর্ব্যবহারেরও অভিযোগ উঠেছে।

যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি, স্টাফের স্বল্পতার কারণেই পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। তবে গ্রাহকদের মতে, অনেক সময় কর্মীদের মোবাইল ব্যবহারে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, যা পরিষেবা প্রদানে প্রভাব ফেলছে।

এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের দাবি, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: ডিউটি সেরে বাসায় ফিরে বৈদ্যুতিক পাখায় বিদ্যুৎ সংযোগ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ানের। মৃত জওয়ানের নাম মিথিলেশ রায়। ঘটনা বুধবার সন্ধ্যারাতে রাজধানীর এনসিসি থানাধীন গোয়ালাবস্তি এলাকায়।

ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে বৈদ্যুতিন পাখায় বিদ্যুৎ সংযোগ করতে গিয়েছিলেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। সেই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। শব্দ পেয়ে বাড়ির অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সিআরপিএফ জওয়ানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত জওয়ানের নাম মিথিলেশ রায়। সিআরপিএফ এর ১২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন তিনি। তার কর্মস্থল ছিল শালবাগান কার্যালয়ে। তার বাড়ি রায়পুরে। আগরতলায় গোয়ালাবস্তি এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।

ডিপিডিপি আইন গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আঘাত, প্রত্যাহারের দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সরকারের ডিজিটাল পার্সোনাল ডাটা প্রোটেকশন (ডিপিডিপি) আইনকে ঘিরে তীব্র সমালোচনা শানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এক প্রেস বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, এই আইন কার্যকর হলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানুষের তথ্য জানার অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়, আরএসএস ও বিজেপি দেশের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সেই প্রেক্ষিতে ডিলিমিটেশন এবং লোকসভা আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনার সঙ্গে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের বিষয়টি যুক্ত করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেন, ডিপিডিপি আইনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তথ্যের স্বচ্ছতা কমিয়ে 'তথ্য না জানানোর অধিকার'-কে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, এর ফলে তথ্য জানার অধিকার-এর কার্যকারিতা প্রায় ভেঙে পড়বে এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা কমে যাবে।

তিনি আরও বলেন, এই আইনের ফলে সংবাদমাধ্যম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জনস্বার্থে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা সাংবাদিকরা এতদিন ভোগ করে আসছিলেন, তা অনেকটাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। কোনও ব্যক্তির তথ্য প্রকাশের আগে তার অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাস্তবে সংবাদ পরিবেশনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, আইনের বিভিন্ন ধারায় কঠোর জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিপুল আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি, অভিযুক্তদের নাম-পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রেও জটিলতা তৈরি হবে বলে দাবি করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, এই আইন মূলত প্রভাবশালী ও দুর্নীতিগ্রস্ত মহলকে রক্ষা করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এই প্রেক্ষিতে দলটি সংবাদমাধ্যমসহ সমাজের সকল সচেতন ও গণতান্ত্রিক মানসিকতার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই আইন প্রত্যাহারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করার ডাকও দেওয়া হয়েছে প্রেস বিবৃতিতে।

পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি, কিন্তু সাম্মানিক অপরিবর্তিত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ঘিরে শিক্ষকদের ক্ষোভ

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ঘিরে রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ, উত্তরপত্র মূল্যায়নের সাম্মানিক বৃদ্ধির কথা বলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কয়েকগুণ বেশি ফি আদায় করা হলেও বাস্তবে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়নি।

পর্ষদের সভাপতি ডঃ ধনঞ্জয় গন চৌধুরী গত বছর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবি রয়েছে। সেই দাবি মেনে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তবে পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি ছিল ১২০ টাকা, যা ২০২৬ সালে বেড়ে হয়েছে ৩০০ টাকা। একইভাবে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ফি যেখানে আগে তিনটি বিষয়ে মোট ৭৫ টাকা ছিল, সেখানে এখন প্রতি বিষয়ে ৭৫ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, এই বিপুল ফি বৃদ্ধির পরও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পারিশ্রমিকে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ১০০ নম্বরের একটি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ২০২৫ সালে যেমন ১০ টাকা দেওয়া হত, ২০২৬ সালেও সেই একই হার বজায় রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, টিএ ও ডিএ-তেও কোনো বৃদ্ধি হয়নি।

শিক্ষক মহলের একাংশের দাবি, কেন্দ্রীয় বোর্ড সিবিএসই-র সঙ্গে তুলনা করলে বৈষম্য আরও স্পষ্ট। সেখানে দ্বাদশ শ্রেণির একটি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ৩০ টাকা দেওয়া হয়, যেখানে টিবিএসই দেয় মাত্র ১০ টাকা। একইভাবে, ডিএ বাবদ সিবিএসই প্রতিদিন ৩৫০ টাকা দিলেও টিবিএসই দেয় মাত্র ১০০ টাকা।

আরও অভিযোগ, সিবিএসই-তে উত্তরপত্র মূল্যায়নের এক মাসের মধ্যেই শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য অর্থ পেয়ে যান, কিন্তু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ক্ষেত্রে সেই অর্থ পেতে ৮-৯ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা সঠিক হিসাবও পান না বলে অভিযোগ।এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাঁদের একাংশের মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনায় রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

সেচ ও পানীয় জলের সংকটে সোনামুড়ায় সড়ক অবরোধ, আশ্বাসে উঠল বিক্ষোভ

সোনামুড়া, ২৩ এপ্রিল: তীব্র গরমের মধ্যে পানীয় জল ও সেচের জলের চরম অপ্রতুলতায় ভোগান্তির শিকার হয়ে সড়ক অবরোধে নামলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ধলিয়াই মাস্টারপাড়া এলাকায় ।জানা যায়, এলাকায় সেচের জন্য মেশিন থাকলেও বছরের অধিকাংশ সময়ই তা বিকল অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন কৃষক চাষাবাদে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ সোনামুড়া-আগরতলা মূল সড়ক অবরোধ করেন ভুক্তভোগীরা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুড়া থানার পুলিশ, ওসি তাপস দাসের নেতৃত্বে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারপার্সন শাহাজান মিয়া এবং সেচ দপ্তরের মেলাঘর সাব-ডিভিশনের এসডিও সঞ্জীব সাহা। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা এবং স্বাভাবিক হয় সড়ক যোগাযোগ।

তেলিয়ামুড়ায় কংগ্রেসের 'সংগঠন সৃজন অভিযান', সাংবাদিক সম্মেলনে অবজারভার রাহুল বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল: ত্রিপুরা জুড়ে কংগ্রেসের উদ্যোগে চলমান 'সংগঠন সৃজন অভিযান'-এর অংশ হিসেবে তেলিয়ামুড়া জেলাতেও সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জানা গেছে, প্রদেশ কংগ্রেসের অধীনে রাজ্যে মোট নয়টি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এই নয়টি জেলায় পৃথকভাবে ৯ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের মূল লক্ষ্য সংগঠনকে তৃণমূল স্তর থেকে আরও মজবুত করা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের অবজারভার পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কংগ্রেস নেতা রাহুল বল। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, আগামী সাত দিন ধরে তিনি তেলিয়ামুড়া জেলার বিভিন্ন ব্লক ও ইউনিট পর্যায়ে ঘুরে কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনা করবেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন এনজিও, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও আলোচনা করবেন বলেও জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতা অ্যাডভোকেট ননীগোপাল দেবনাথ, ক্ষিতীশ ভৌমিক, অশোক কুমার বৈদ্য, আদিবাসী কংগ্রেসের নেতা বিশ্ব দেববর্মাসহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

কাঠালিয়া ব্লকে বানরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী, ফসল নষ্টে ক্ষোভ বনদপ্তরের বিরুদ্ধে

সোনামুড়া, ২৩ এপ্রিল: সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কাঠালিয়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় বানরের উৎপাত দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা এই সমস্যার সমাধানে বনদপ্তরের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকরা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এই ব্লকের দক্ষিণাঞ্চলের বহু গ্রামে প্রতিদিন সকাল-বিকেল দল বেঁধে বানরের আনাগোনা চলছে। বসতবাড়ি থেকে শুরু করে কৃষিজমিসব জায়গাতেই খাদ্যের সন্ধানে হামলা চালাচ্ছে বানরের দল। এমনকি স্থানীয় বাজার ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতেও তাদের উপদ্রব বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কালীকৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজেন্দ্রটিলা গ্রামের বাসিন্দারা। পাশাপাশি ভবানীপুর, নিদয়া, দক্ষিণ মহেশপুর ও উত্তর মহেশপুরসহ একাধিক এলাকায় একই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, বানরের দৌরাত্ম্যে তারা কোনো সবজি বা ফসল ফলাতে পারছেন না। বিশেষ করে বোরো ধানের শীষ পর্যন্ত নষ্ট করে দিচ্ছে বানরের দল। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, এই সমস্যা নতুন নয়, বরং বহু বছর ধরে চললেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কাঠালিয়া রেঞ্জ অফিসে বনদপ্তরের কর্মীরা থাকলেও বারবার অভিযোগ জানিয়েও তারা কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের আরও দাবি, পূর্বে বানরের উপদ্রব রোধে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

বিলোনিয়ায় দুঃসাহসিক গরু চুরি, তিন বাড়ি থেকে উধাও ছয়টি গরুক্ষতির অঙ্ক প্রায় তিন লক্ষ

বিলোনিয়া, ২৩ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া থানাধীন দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গতকাল গভীর রাতে চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল এলাকায় হানা দিয়ে তিনটি বাড়ি থেকে মোট ছয়টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে রয়েছেন রতন পাল, অরুণ পাল এবং দিলীপ পাল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই রাতে গরুগুলিকে বাড়ির পাশে গোয়ালঘরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু গভীর রাতে সুযোগ বুঝে চোরের দল গোয়ালঘরের তালা ভেঙে বা দড়ি কেটে গরুগুলিকে নিয়ে চম্পট দেয়। পুরো ঘটনাটি এতটাই পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে যে, আশপাশের কেউ কিছু টেরই পাননি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে গোয়ালঘরে গরু না দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না মেলায় বিষয়টি বিলোনিয়া থানায় জানানো হয়। চুরি যাওয়া গরুগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য বড়সড় আর্থিক ধাক্কা।

ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং চোরদের সনাক্ত করতে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে এই অঞ্চলে গবাদি পশু চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে, ফলে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তারা। দ্রুত চোরদের গ্রেফতার এবং চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার করার দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ক্যাডেট অনিকেত রাম সিডব্লিউএস বেস্ট ক্যাডেট (ত্রিপুরা) শিরোপা অর্জন করলেন (২০২৫—২৬)

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল:এনসিসি পরিবারের জন্য গর্বের এক মুহূর্তে, ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির ক্যাডেট অনিকেত রাম ২০২৫—২৬ প্রশিক্ষণ বর্ষের জন্য ত্রিপুরার সিডব্লিউএস বেস্ট ক্যাডেট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, যা তার শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিষ্ঠাপূর্ণ ক্যাডেট জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মানটি আজ এক আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়, যেখানে কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রোহন গুপ্তা ক্যাডেট অনিকেত রামকে নগদ পুরস্কার ও উচ্চ প্রশংসা প্রদান করেন। লে. কর্নেল গুপ্তা তার অসাধারণ পারফরম্যান্স, নেতৃত্বগুণ এবং এনসিসির মূল্যবোধের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির জন্য তাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের অর্জন শুধু ব্যাটালিয়নের নয়, সমগ্র শিলচর গ্রুপের গর্ব বৃদ্ধি করে।

ক্যাডেট অনিকেত রাম, যিনি ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির অন্যতম সেরা ক্যাডেট হিসেবে পরিচিত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছেনপ্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব কিংবা সাংগঠনিক দায়িত্বসব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। মিডিয়া সেলের ক্যাডেট ইনচার্জ হিসেবে তিনি ব্যাটালিয়নের কার্যক্রম প্রচার, জনসংযোগ বজায় রাখা এবং যুবসমাজের মধ্যে এনসিসির চেতনা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তার এই যাত্রা একাগ্রতা, দৃঢ়তা এবং 'কখনও হাল না ছাড়া' মনোভাবের প্রতিফলনযা একজন প্রকৃত এনসিসি ক্যাডেটের পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন ক্যাম্প ও প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন থেকে শুরু করে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত, অনিকেত তার সহকর্মী ও জুনিয়রদের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

এই সাফল্য শুধু তার ব্যক্তিগত কৃতিত্বই নয়, বরং ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনার প্রতিফলন। তার এই সাফল্যের গল্প নিঃসন্দেহে অচত্রচি।

ধর্মনগর রেলস্টেশনের কাছে অসুস্থ চালককে উদ্ধার, তৎপর ফায়ার সার্ভিস

ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল: ধর্মনগর রেলস্টেশনের নিকটে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেল ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার দুপুরের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন রেলস্টেশনের কাছাকাছি এলাকায় এক ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মনগর ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে, অসুস্থ ব্যক্তির নাম প্রদীপ দাস (৫৫)। তিনি একটি বোলেরো গাড়ির চালক এবং গাড়ি সার্ভিসিং করানোর উদ্দেশ্যে ধর্মনগরে এসেছিলেন। সেখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর বাড়ি রাজধানী আগরতলায় বলে জানা গেছে। ফায়ার সার্ভিসের এই তৎপরতায় একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

পাবলিক স্কুল জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল: সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করেন এবং জনসাধারনের সুখ সুবিধা দেখেন।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেবার উদ্দেশ্যে আগরতলা পাবলিক স্কুল জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। আগামী ৩০শে এপ্রিল ২২০২৬ বৃহস্পতিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তৃতীয় শ্রেনী থেকে দশম শ্রেনী পর্য্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী এই নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্কুলের প্রিন্সিপাল-ইন-চার্জের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। ভোটার তালিকা ছাপানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যালট পেপার ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভোট প্রদান পর্ব শেষ হবার পর ভোট গণনা প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগে লক্ষীছড়ার বাঁধের সংস্কার কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা, উত্তেজনা গোলধারপুরে

কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল: দপ্তরের নির্ধারিত গাইডলাইন না মেনে কাজ করার অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাঁধ সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দিলেন। ঘটনাটি উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় এক বছর আগে লক্ষী ছড়ার বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হয়। গাইডলাইন অনুযায়ী, পুরনো বাঁধের উচ্চতা ও প্রস্থ বাড়ানোর কথা থাকলেও বর্তমানে সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে না। কাজের শুরুতে কিছুটা উন্নয়ন হলেও পরে বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা আগের অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও, বাঁধের উপর ও দুপাশে প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি ফেলা হচ্ছে না। ফলে বাঁধের উপরিভাগের মাঝখানে জল জমে থাকছে এবং এর জেরে বাঁধের দুপাশে বড় বড় ফাটল দেখা দিচ্ছে। গ্রামবাসীরা আরও জানান, বর্তমানে বাঁধের অবস্থা এমন যে, একসঙ্গে দু'টি যানবাহন চলাচল করা সম্ভব নয়, যেখানে আগে সহজেই দুই দিক থেকে গাড়ি যাতায়াত করত।

গুরুতর অভিযোগ করে গ্রামবাসীরা বলেন, পুরনো বাঁধের উপর ইট সলিং রাস্তা ছিল, যা সংস্কারের কাজ শুরুর আগে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ইট বসানো হয়নি। বরং অভিযোগ উঠেছে, দপ্তরের পক্ষ থেকে সেই ইট অন্যত্র বিক্রি করা হয়েছে। যদিও ওই ইট সলিং রাস্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগেই তৈরি হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় প্রায় ১০ দিন জলমগ্ন অবস্থায়ও এই বাঁধের উপর দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এমনকি সেই সময় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীও এই পথ দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বলে জানান গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, বাঁধ সংস্কারের জন্য এলাকার বহু সেগুন, সুপারি, কাঁঠাল ও বাঁশ গাছ কেটে ফেলা হলেও তার কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। একাধিকবার লিখিত ও মৌখিকভাবে বিষয়টি দপ্তরের আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

অবশেষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বাঁধের কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। শ্রমিকরাও বাধার মুখে কাজ বন্ধ রেখে চলে যান। বর্তমানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কী পদক্ষেপ নেয় এবং কবে ফের কাজ শুরু হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK CMYK

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 24-04-2026, 00:31